



বিদ্যাধারিদুলল

দুপ্পাশা

পঞ্চমীতে যেই দ্রব্য না করে ভক্ষণ ।
তার আত্ম বর্ন অগ্রে করিয়া গ্রহণ ।
কছু টি মিথুন রাশে হয় যেই নান ।
রচিয়িত্রী সেই দেবী কানীঘাট ধাম ॥

পুস্তক সাধারণের পঠনীয় হইলেই শ্রম সফল
এবং এই প্রণালীর আর কয়েক খানী
গ্রন্থ প্রচারের উৎসাহ বৃদ্ধি
হইবে ।

কলিকাতা ।

ভাস্কর যন্ত্রে মুদ্রিত ।

শক ১৭৮৩ । ১২ আশ্বিন ।

নির্ঘণ্ট পত্র ।

প্রকরণ ।	পত্রাঙ্ক ।
অথ সরস্বতী বন্দনা ।	১
অথ নিরঞ্জন বন্দনা ।	৪
অথ গুণিগণ নিকট গ্রন্থকারির কমা প্রার্থনা ।	৫
অথ গ্রন্থকারকের পরিচয় এবং দুজ্জনের স্তুতি ।	৭
অথ গ্রন্থারম্ভ ।	১০
অথ বালক মুখের দৃষ্টান্তে ইতিহাস ।	১৩
অথ দ্বিজ বণিতার উক্তি ।	১৮
অথ নারী কর্তৃক গর্ত্ত বর্ণনা ।	২০
অথ কুপুলের বৃন্তান্ত ।	২৩
অথ দ্বিজমুতের অদ্ভুত দর্শন ।	২৫
অথ প্রথম সূত্রধারির কথা এবং ঐ কর্তৃক দ্বিতীয় সূত্রধারির পরিচয় ।	২৮
অথ দ্বিতীয় সূত্রধারির কথা ।	৩০
অথ বণিক জবন বৃন্তান্ত ।	৩২
অথ যুব রাজের অত্যাচার এবং রাজ্য ছাড়া ।	৪১
অথ অলস যুবা পক্ষে ইতিহাস আরম্ভ ।	৪৩
অথ যুবা মুখের ইতিহাস ।	৪৬
অথ মুখ যুবাব গঞ্জনা ।	৪৯
অথ মূর্খ দ্বিজের রাজস্থানে গমন ।	৫০

(୧)

ପ୍ରକରଣ ।	ପୃଷ୍ଠାଙ୍କ ।
ଅଥ ରାଜ୍ୟ ସଭା ବର୍ଣ୍ଣନ ।	୫୩
ଅଥ ବୃଦ୍ଧ ଦ୍ଵିଜେର ସହ ରାଜ୍ୟର କଥୋପକାଶନ ।	୫୫
ଅଥ ରାଜ୍ୟର କବିତା ଅବଶାନ୍ତର ରାଣୀର ନିକଟ ଗମନ ।	୫୬
ଅଥ ମହାରାଜ୍ୟ ରାଣୀର ମାନଭଞ୍ଜନାନ୍ତର ଦ୍ଵିଜଦ୍ଵୟଙ୍କେ ମନୁଷ୍ୟ କରେନ ।	୬୧
ଅଥ ଦ୍ଵିଜପତ୍ନୀର ଶେଦ ।	୬୬
ଅଥ ଦୁର୍ଘଟମତିଗଣେ ଦ୍ଵିଜପତ୍ନୀର କଥା ।	୬୯
ଅଥ ଦ୍ଵିଜନାରୀର ମରଣୋତ୍ତୋଗ ଏବଂ ପ୍ରତିବାସି ପ୍ରମୁଖାଂ ପତିର ମହାଦାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ।	୭୧
ଅଥ ଦ୍ଵିଜନାରୀର ସହ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରେରିତଗଣେର କଥା ।	୭୩
ଅଥ ବସନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନ ।	୭୫
ଅଥ ବିରହ ବର୍ଣ୍ଣନ ।	୭୮
ଅଥ ଧର୍ମ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ॥	୮୧
ଶାନ୍ତ ସମାପ୍ତଃ ।	୮୫



করুণা বন্দনা ।

—

দুপ্ৰাণ

পর্যায় ।

অমল শরদে মাতা বাক্য বিধানিনী ॥

শ্বেত সরোরুহোপরে চরণ দুখানী ।

শ্বেত শতদলে পাদপদ্ম শ্বেতময় ।

মধ্যাহ্ন তপন যেম হেন মনে নয় ॥

যুগল অঙ্গ যেন পদ্মেতে অলিন ।

পাখিনী বাক্য পদ্মে যেন সুশোভন ॥

অলঙ্কার জিনিয়া পদতল শোভা হেরি ।

কুমুদ বাক্য কুমুদিনী মনে করি ॥

ভানুর নিকটে হেরি আপন মারীরে ।

তাই বুঝি সুধাকর পড়েছে নথরে ॥

পাপ ধংসে পুণ্যের শরীর বুদ্ধি পান ।

লক্ষ্যেতে এই কথা পুরাণ প্রমাণ ॥

অশাকের তব পদস্পর্শে পাপ ধোয় ॥

তাই বুঝি দলপনে বুদ্ধি সে পাইল ॥

কলঙ্ক সহিত শনি গগনে বধন ।

নিরুদয় শনি হৈল পাইয়া চরণ ।

কুমুদ বাক্য সহ ভানু কমলিনী ।

একদা অন্ধার ঘেরিছিল বাণী
 তব মোর অমর চকোরি দৌছে যায় ।
 বিশ্বব্রহ্মা পদমধু আনন্দেতে খায় ॥
 শাশ্বত জীবন অম্বু অম্বরের প্রায় ।
 অম্বু বিশ্ব নরক সমান শোভে তার ॥
 স্থগল পদ্মের পদ্মে নিবিড় নীরদ ।
 ভাবিলে ভাবক ভাবে হয় গদগদ ॥
 কিন্তু সেই সরোবর নাহি পৃথিবীতে ।
 কলেবর মধ্যেতে আছয়ে মানসেতে ॥
 জ্ঞানচন্দ্র বোধাদিতে হইয়া মিলন ।
 মুক্তি আশে যুক্তি করি ধরেছে চরণ ॥
 তব পাদপদ্মেতে নির্মাণ যথু আসে ।
 মনোমন্ত অলি ভ্রমিতেছে চারিপাশে ॥
 নয়ন চকোর মুখ সুধার কাবণ ।
 মুদ্রিত ভাবেতে ভাবে গুরাজা চরণ ॥
 শিব চন্দ্র যেঘ আচ্ছাদিত কলেবর ।
 কেহ নাহি জানে কিবা ইহার ভিতর ॥
 অন্ধের সমান হয়ে ভক্তি দীপ লয়ে ।
 ভাবনা করয়ে যদি আপন হৃদয়ে ॥
 তবে কিসে ভবপাশে থাকে গোমা আর ।
 পুনঃ কহি দয়াময়ি সে ইচ্ছা তোমার ॥
 মতি দাত্রী বুদ্ধিরূপা তুমি সর্ব ঘটে ।
 আপদ বিপদ তব কৃপা বিনা ঘটে ॥

দেবাদি কিম্বদন্তি রক রক কিবানর ।
 মুনি ঋষি আদি করি সিদ্ধ বিজ্ঞাধর ॥
 কুচর খেচর বড চরাচরে আছে ।
 মতি রূপ সুষ্ম কলে সবে কিরিতেছে ॥
 দিরাহু যারে সুমতি সে আছে সুপথে ।
 ধর্ম আশে ধর্ম কর্ম করে নামানতে ॥
 পুঞ্জ তাহাতে সম্পদ হইতেছে ।
 ইহকাল পরকাল হেলায় তরিছে ॥
 বাহারে করেছ তব ভাবের ভাবক ।
 পাতক পতঙ্গ পোড়াইতে সে পাবক ॥
 করিয়াছ প্রদান বাহারে মদ মতি ।
 তাহার আমার মত হইছে দুর্গতি ॥
 মরিলাম ভাবিয়া মা দুর্মতি লইয়া ।
 এমানব জন্ম বুধা বাইল বহিয়া ॥
 আহা কবে মোরে দিবে তব রূপ জ্ঞান ।
 দুরাশা মিচাসি হতে কবে পাব জ্ঞান ॥
 পানপান্নে মনোভূজ কবে মা মজিবে ।
 এ ভব যন্ত্রণা দুঃখ কবে বা ঘুচিবে ॥
 এ কান্ত বাসনা করি বাসনা না থাকে ।
 তথাচ আসিয়া মরি বাসনার পাকে ॥

~~নিম্নোক্ত কবিতা~~

ত্রিপদী।

নমো নমো নমো নিত্য, তুমি হে কেবল সত্য,
অস্বাস্ত অনিত্য সব হয়।

বরূপ তুমি যথার্থ, তোমা তিন্ন সুপদার্থ,
জগতে কে আছে জগন্নাথ।

ভব রূপ বর্ণিবারে, বিরিক্তি বাসব নারে,
শক্তির শক্তিতে নাহি হয়।

আমিতো সামান্য শক্তি, বিশেষে বিহীন ভক্তি,
মম উক্তি যুক্তিসিদ্ধ নয়।

যে রূপে তুলনা দিতে, বস্তু নাই পৃথিবীতে,
শব্দ স্পর্শ দৃষ্টি গম্য নয়।

সেই অপরূপ রূপে, বর্ণিব আমি কিরূপে,
ভব ভেবে পরাভব হয় ॥

স্বল সূক্ষ্ম কি সাকার, নিরাকার কি আকার,
কি প্রকার কি প্রকারে জানি।

ব্যক্তাব্যক্ত ভবরূপ, নির্গুণ গুণ স্বরূপ,
আপনার তুলনা আপনি।

তুমি হে জগদাধার, তুমি সকলের সার,
তোমা হৈতে উৎপত্তি সকল।

উদ্ভিজ্জ অশুভ আমি, জরায়ুজ খেদজাদি,
নিশি দিবা সম্পদ বিকল।

ভূমি সর্বদা সজীব, ভূমি সর্বদা সজীব
আমরা রমণী ভূমি নিরঞ্জন।

ভূমি ভক্ত ভূমি ঘেহ, পুরুষ একুতি কোহ,
তোমা ছাড়া নাহি কোন জম।

গুণিগণের নিকট গ্রন্থকারের
কমা প্রার্থনা।

পর্যায়।

গুণিগণ সন্নিধানে করি নিবেদন।
অশুদ্ধ যে দোষ আছে করিবা মার্জনা।
মার্জনা প্রার্থনা করা বাহুল্য আমার।
দোষ তাজি গুণ লন গুণিব্যবহার।
অত্যন্ত সরল হয় গুণি গণ মন।
সরল বাঁহার মন তিনি সাধু জন।
অতএব সাধুগণ শিবের সমান।
বিভূতি ক্রীতগু শিবে সমতুল্য জান।
ভস্মের উপরে শিব নহেন অতোষ।
গুণিগণে সেইরূপ কমা দেন দোষ।
দোষের মার্জনা আছে গুণিগণ কাছে।
একমাত্র আমার মনে সুসাহস আছে।
লবণ সমুদ্র বারি বিষ তুল্য মানি।

সত্যের সত্য হইবে সত্যের সত্য
 সত্যের কাছেরে যতনি সোণ রক
 সোণ দুরে গিয়া তার গুণ প্রাপ্তি হয় ।
 যতনিও এ পুস্তক গুণিতে কুৎসিত ।
 তথাপি গুণের গুণে হবে সুললিত ।
 স্পর্শমণি স্পর্শে যেন লৌহ হয় সোণা ।
 অনলেতে অঙ্গারের মালিন্য থাকে না ।
 বেক্লপ গুরু দর্শনে নিম্পাপ শরীর ।
 মাদৃশ অরুণোদয়ে বিনাশে তিমির ।
 নক্ষত্র স্বাতীর বারি গুণির লোচন ।
 এই দুই সমতুল্য নীতিজ্ঞ বচন ।
 নিতান্ত অসার বংশ স্বাতীর জীবনে ।
 বংশের লোচন হয়ে ধ্বংসে রোগ গণে ॥
 সেই রূপ এ পুস্তক যদিচ অসার ।
 তথাচ সাধু দর্শনে হইবে সমার ।
 পশু মধ্যে মাজ্জার বিহঙ্গ মধ্যে কাক ।
 পুর্ণিয়ার শশি কাছে যেমন জোনাক ।
 নদীর বিজ্ঞ কাছে দৈবজ্ঞ যেমন ।
 সকল পুস্তক মধ্যে এ গ্রন্থ তেমন ॥
 যদি মম এ পুস্তক পূর্ব পুণ্য ফলে ।
 কোন ক্রমে পড়ে গিয়া গুণি করতলে ।
 তবে এর দোষাশুভ সব বাবে ছুরে ।

সুখের রসিকতা করি করিয়া পুত্রের
 সুখের রসিকতা করি করিয়া পুত্রের
 যত্ননিঃ করেন গুণি মোকেরা গ্রহণ ।
 এ সেই সার্থক হবে সার্থক জনম ।
 শিক্ষা দানে গুরু সার্থক পরিশ্রম ।
 জনক জননী যম পক্ষে বড় ব্যয় ।
 করিয়াছিলেন তারা সুসার্থক হয় ।

অথ গ্রন্থকারের পরিচয় এবং দুর্জনের
 স্তুতি ।

লঘু ত্রিপদী ।

শুন সর্ব জন, করি নিবেদন,
 গ্রাহযোগ্য পুতি নর ।
 কেন মিছা বলে, মন ভেবে শোবে,
 রচিতে প্রবৃত্ত হয় ।
 কিন্তু বিজ্ঞ নয়, বয়স বিদ্যায়,
 অতি অল্প বুদ্ধি মৌর ।
 কালের স্বভাবে, পুনঃ মন ভাবে,
 রচিতে পাইল ভর ।
 কিন্তু ইচ্ছা তায়, না করিয়া ভর,
 মনের অমত হয়ে ।
 রচিতে সখর, হলো অতঃপর,
 বতিকে সহিতে হয়ে ।

~~অসিদ্ধি নাই এতদিন ।~~

অসিদ্ধি নাই এতদিন ।

ইহাতে মতিতে, লাগিল রচিত,

ইহাতে ক্রম হইল ।

মন প্রাণ যোগে, যদি বসে যোগে,

তাতে ইচ্ছা সিদ্ধি হয় ।

মন প্রাণ যোগে, যদি থাকে ভোগে,

তথাপি তাড়াতাড় নয় ।

রচিল যে জন, শুন সেই জন,

জন পদ গণ্য নয় ।

অতি অল্প মতি, মুখ বলে খ্যাতি,

এই ভূমণ্ডলে হয় ।

যদি বিজ্ঞ হও, সে কি এ রচিত,

রচিত রচনা সার ।

অনিচ্ছা রচন, করিতে কেপন,

হইল কাল আনার ।

শ্লোক ।

আপাদ পাদ সংযুক্তং নিঃশব্দশব্দ মুচ্যতে ।

শ্বেত কৃষ্ণ মতিপ্রাথ বক্রগানি কণানিচঃ ॥

অসার্থ পয়ার ।

এই কবিতার অর্থ চারি রূপ হয় ।

বিদ্যাসাগর নব যুগের
 প্রথমেতে বঙ্গ আর বিতরণেতে নীর
 ভূতীরেতে মেঘ কবি করিলেন স্থির ।
 চতুর্থেতে কালিদাস করেন যে অর্থ ।
 পুস্তককারের পক্ষে আনিবে বখার্ব ।
 পরে দৃষ্ট করো পাবে নামের নিশান ।
 কিন্তু সভয়েতে সকল্পিত মন প্রাণ ।
 যদি এ পুস্তক পড়ে দুর্জনের করে ।
 কত নিন্দা করিবে আমারে দোষ ধরো ।
 কিন্না রচিয়াছি বলে করিবে অব্যাতি ।
 ভয় হয় পাছে কেহ কয় হয় জাতি ।
 শুদ্ধহাপিলাম আমি রচিছি বলিয়া ।
 কিন্তু সভয়েতে প্রাণ উঠিছে কাঁপিয়া ।
 ত্রিভুবনে যে খানেতে যে দুর্জনে আছে ।
 গলবস্ত্র কৃতাজ্জলি তাঁহাদের কাছে ।
 মহত প্রণাম মোর দুর্জনের পায়ে ।
 কমিবে আমার দোষ করুণা দ্বারায় ।
 এসব সারিয়া পরে গ্রন্থারম্ভ করি ।
 যত গ্রন্থকার পদ বস্তুকেতে ধরি ।
 পুস্তক কারিকা যত আছে এ সংসারে ।
 সকলের পদ ধূলি রাখিলাম শিরে ।

বিদ্যা দারিদ্র্য দলনী ।

অথ গ্রন্থারম্ভ ।

— — —
ত্রিগদী ।

শুন২ সর্ব জন, শ্রমে ক্রটি কদাচন,
করিও না যদি সুখে রবে ।
পরিশ্রম বিনা আর, উপার্জন হয়াকার,
উপার্জনে ধন হয় তবে ।
ধনেতে বিতর হয়, বিভবেতে সুখে রর,
* মাস্ত হয় এ মহীমগুনে ।
দারাপুঞ্জ পরিবার, সকলে বাধ্য তাহার,
এ লংলার ফেরে তার বলে ।
কি বৃদ্ধ বালক বুবা, সকলে শ্রমের সেবা,
কর নর নারী আছ যত ।
অলসে হয়ে অবশ, কেন তবে অপবশ,
কুশল ঘূষিবে এ জগত ॥
নাহি হবে উপার্জন, দেখিতে নাপাবে ধন,
অলসে দারিদ্র্য লাভ হবে ।
দারা পুঞ্জ পরিবার, করিবেক তিরস্কার,
হাহাকার ছাথে গ্রাণ যাবে ।

তাই যদি হয় তবে, ~~অর্থহীনতা বলা যায়~~

নাহি এই অগত বলা যায় ।

অনেকে দুঃখবিশাশ, কখনেতে দুঃখপ্রকাশ,
লোক ধর্ম তাবতেই বলে ।

— — —

পর্যায় ।

প্রথম সময় হয় শৈশব সময় ।

বিজ্ঞা পক্ষে প্রশ্ন কর গিয়া বিজ্ঞানয় ॥

মহাধন বিজ্ঞারত্ন লব্ধ হবে তাতে ।

সুখ সুখ্যাতি লব্ধ হবে এ অগতে ॥

বিজ্ঞা ধন বেজন রেখেছে দেহাঙ্গারে ।

ছুড়র তুড়র তার কি করিতে পারে ॥

নস্যাগণে কামী হয়ে করিতে অর্জুন ।

বিদ্বানের ধন যদি করয়ে হরণ ॥

পুনশ্চ সে ধনবান হয় চারিগুণে ।

অতএব বিজ্ঞা শিক্ষা কর শিশুগণে ॥

বিজ্ঞা রত্ন মহাধন দানে নাহি ক্রাস ।

বুদ্ধির ভীকুতা আর যশের প্রকাশ ॥

মাতাপিতা শিক্ষকানি সবৈ কুর্ক থাকে ।

বিজ্ঞা পক্ষে পরিশ্রম করে যে বালকে ॥

অত্যাশ্রয় পরিধান বস্ত্র তাকে দেয় ।

ভাল পাছকার পদ সুশোভিত হয় ॥

উত্তম ডোহন দিও বসিবে বসিবার
 রাতের জননী তার মতন করিয়া ।
 বিজ্ঞানর হৃদে শিশু আসিবার কালে ।
 মাও হয়ে বাড়া মান এসো২ বলে ।
 কোলে লয়ে মুখ চাঁদে চুম্বন করিয়া ।
 আহার সামগ্রী আনি দেন খায়াইয়া ।
 তার পরে পিতা তারে লইয়া বাহিরে ।
 শিকার পরীক্ষা জন পুলকিতান্তরে ।
 সকলের প্রিয় হয় সর্বত্র আদর ।
 বিজ্ঞা শিকা শ্রমে শিশু হওরে সধর ।
 যে শিশু আগল্য করে গুন তার দশা ।
 চালভাজা খেতে পায় রান্নাঘরে বাসা ।
 বিজ্ঞানর দূরে থাক যাইতে সদরে ।
 ভয়েতে লুকায় গিয়া ঘরের ভিতরে ॥
 চড়ুটা চোনাটা তারে সকলেতে মায়ে ।
 মুখ ছোঁড়া বলে কত তিরস্কার করে ।
 হস্তি মুখ বলীবর্দ সুধুধাবে বসে ।
 ভাবনা যে খাবার উপায় হবে কিসে ।
 বাপের নিকট যেতে সাহস না হয় ।
 ঘরে মায়ে ভয়ী কাছে গালাগালি খায় ।
 নজে২ বিজ্ঞানর হয় তার বেড়ে ।
 সেখানে শিক্ষক লোভা করে দেন বেতে ।

ঘরেতে লেগেছে বনে যদি কেঁদে আসে ।

খুব হইয়াছে বলি মাতা পিতা হাসে ॥

অধম বসন তারা পরিবারে পায় ।

সুখুপায় থাকে নিত্য পাঠকানা পায়

বসন ভূষণ পরি যদি কেহ হাঁটে ।

দেখিলে তখন মনে কত দুঃখ উঠে ॥

তাই বলি শিশুগণ সুশিক্ষিত হও ।

বিদ্যারত্ন মহাধন যত্ন করি লও ॥

— — —

অথ বালক মুখের দৃষ্টান্ত ইতিহাস ।

পয়ার ।

মুখ তুলা দুঃখ আর ত্রিভুবনে নাই ।

তাহার প্রমাণ শুন ইতিহাসে কই ॥

শুন২ শিশুগণ শুন দিয়া মন ।

পুরাকালে হরি নামে ছিলেন ব্রাহ্মণ ॥

ক্রমে তাঁর হয়ে ছিল তিনটি সন্তান ।

জ্যেষ্ঠপুত্র হয়ে ছিল অতি বিদ্যাবান ॥

মধ্যম মধ্যম রূপে বিদ্যা অভ্যাসিয়া ।

কনিষ্ঠের কষ্ট বোধ বিদ্যায় হইল ॥

প্রত্যাষেতে বিদ্যালয় যাইবার ভয়ে ।

হিপলয়ে জলাসয়ে যাইত পলায়ে ॥

আহার সময় হলে ঘরেতে আসিত ।
 বিছাজন্য পিতা তারে গ্রহণ করিত ॥
 পরে সেই দ্বিজ সূত দিবসে না আসে ।
 রজনী উদিত পরে আসিত সে বাসে ॥
 দিবসেতে মৎস্য মারি অগ্নিতে পুড়িয়ে ।
 খাইত দ্বিজের সূত উদর পূরিয়ে ॥
 নিশীথ সময় হলে সকলে ঘুমালে ।
 আসিত দ্বিজের সূত অন্ন দেমা বলে ॥
 দেমা অন্ন অন্ন জলে জঠর জ্বালায় ।
 দিবসে উপসে থেকে মরি না ক্ষুধায় ॥
 কোথায় জননি আছ অন্ন দেও আসি ।
 এ চারি গ্রহর দিবা আছি উপবাসী ॥
 জননী পুত্রের স্নেহ এড়াইতে নারে ।
 অন্ন দিয়া বুঝাইত বিবিধ প্রকারে ॥
 দিবসে উপসে কেন থাক বাছা ধন ।
 আমি হেথা দুঃখে করি দিবস যাপন ॥
 কেন বিছা শিখিলেনা হতভাগ্য সূত ।
 তার জন্ত তিরস্কার আমি খাই কত ॥
 এখন সুবুদ্ধি ধর কুবুদ্ধি ত্যজিয়ে ।
 ঘরেতে সর্বদা থাক বিছা অন্ন আসিয়ে ॥
 মূর্খের যে দোষ বল তাহা যাবে কোথা ।
 ক্রোধিত হইল পুত্র গুনি মাতৃ কথা ॥

মৃত্যের পক্ষেতে হিত বিপরীত হয় ।
 উত্তর করিছে তবে মাতার কথায় ॥
 কি ক্ষতি করেছি তব মাতা ঠাকুরানী ।
 কি হেতু কহিছ এত তিরস্কার বাণী ॥
 অন্ন আসি দিতে হয় উঠি শয্যা হতে ।
 এই জন্ম তিরস্কার কর বিধিমতে ॥
 অত্যাধি তব হস্তে অন্ন না খাইব ।
 গহন কানন মধ্যে প্রবেশ করিব ॥
 অবশ্য শাদ্দুল সিংহ মারিবে আমায় ।
 একারণ তব কাছে নিলাম বিদায় ॥
 সুপণ্ডিত পুত্র লয়ে সুখে থাক তুমি ।
 বিদায় হলাম মাগো মুখ পুত্র আমি ॥
 শুনিয়া জননি কয় কি কব তোমার ।
 নেহাত কপালে দুঃখ কে খণ্ডাবে আর ॥
 মুখ পুত্র থাকা হতে না থাকা মঙ্গল ।
 মুখপুত্র হয় হতে না হয় কুশল ॥
 মরিলে কান্দিতে হবে বারেক আমায় ।
 ভাবিব যে চুকে গেল এই এক দায় ॥
 বাঁচিলে অনেক দায় ভুগিতে হইবে ।
 চুরী আদি করি কত আপদে ঘেরিবে ॥
 কুবংশ হওয়া হতে বংশ লোপ ভাল ।
 তোমার মরণ ভয়ে কে ডরাবে বল ॥

সুখের ছাথেতে দুঃখ না হয় কিঞ্চিৎ ।
 বিশেষ কমলা তারে সর্বদা বঞ্চিত ॥
 তোমার সুখের জন্ম করিহু তোমারে ।
 কাতর হইহু কি না অন্ন দিতে তোরে ॥
 তোমার যে রূপ বোধ সেইরূপ হবে ।
 তোমার দৃষ্ট ভোগ তুমি সে ভুগিবে ॥
 সুখের স্বভাব হয় একেত গৌয়ার ।
 তাহাতে ক্রোধিত আরো হইল কুমার ॥
 জননীর কেশে ধরি ইতর ভাষায় ।
 গালাগালি দিল কত কহনে না যায় ॥
 বাপান্ত প্রভৃতি আর যাহা মুখে এল ।
 কিল চড় আদি কত গ্রহার করিল ॥
 ধুমধাম গুনিয়া উঠিল তার পিতে ।
 বাপের পাইয়া মাড়া পলায় ছরিতে ॥
 মার খেয়ে মাতা তার কান্দয়ে গুমুরে ।
 জানিতে পারিলে পতি পাছে পুঞ্জের মাঝে ॥
 অনন্তর পতি তার নিকটে আইল ।
 কি হেতু এ গগুগোল রোষে জিজ্ঞাসিল ॥
 বুঝি সেই পায়গুটা এসে ছিল খেতে ।
 তাই বুঝি উঠে এসে ছিলে অন্ন দিতে ॥
 তুমিতো তাহার মাথা বিধিনতে খেলে ।
 লজ্জা নাই তোমারে মাথার দিব্য দিলে ॥

জানে মনে খেতে পার ভাবনা কি তার ।
 তবে বিছানাম কেন হবে বল আর ॥
 হাতে ভাতে দুই পক্ষে মারিলে তাহার ।
 তবে যদি বিছা শিখে গিন্না বিছালয় ॥
 এই ভেবে আমি তাকে খেতে দিতে মানা
 করি তা আমার কথা শুনেও শুননা ॥
 কেমন স্ত্রীলোক তব রীতি যাবে কোথা ।
 অতএব উঠে এস আর কেন হেথা ॥
 খায়ায়ে ধোয়ায়ে তারে মুছাইয়ে দেছ ।
 আর কেন হেথা তবে বসিয়া রয়েছে ॥
 তবে সস্তী পতি বাক্যে উঠেন সত্বর ।
 গোপনে নয়ন বারি করেন অন্তর ॥
 তবু কি সে গোপন গোপনে আর থাকে ।
 প্রকাশ পাইল স্বামি চক্ষু মুখ দেখে ॥
 কেনরে কি হেতু তোর চক্ষে হেরি জল ।
 কিহেতু কান্দিছ আগে সত্য করি বল ॥
 বুঝি সেই পাপাআটা কুপিত হইয়ে ।
 গ্রহার করেছে তোরে গালি মন্দ দিয়ে ॥
 তার জন্য এত বুঝি হতে ছিল সোর ।
 ঘুমের ঘোরেতে অত না হয় ঠাহোর ॥
 আমি বলি চোর বুঝি চুকিয়াছে ঘরে ।
 কিন্না ভয় পাইয়াছ বাইয়া বাহিরে ॥

আগে যদি জানিতাম ইহার সন্ধান ।
 পাঠকা গ্রহারে তার বহিষ্ঠান ॥
 এবে কোথা গেল সে আমায়ে বল শুনি ।
 মাসাবধি হবে তারে চক্রেতে দেখিনী ॥

অথ বিজ্ঞবিতার উক্তি ।

দ্বিপদী ।

শুনিয়া রমণী তার, কান্দি কহে কেন আর,
 'বাক্যবাণে কর জ্বালাতন ।
 আমার যত যজ্ঞা, তুমি কি জান বলনা,
 শুধু তব মুখের বচন ॥
 জননীর দুঃখ যত, পিতাতে কি জানে তত,
 পিতা 'মুখু পিতা মাত্র হন ।
 সাজান মুছান ছেলে, সম্মুখে দেখিতে পেলে,
 বাঁটরক কোলেতে যদি লন ॥
 সন্তান কান্দিলে পরে, বলে নেড়ে লও দূরে,
 ত্যক্ত হই কান্নাতে উহার ।
 সতরে প্রসূতি তারি, কোলেতে লয়ে কুমার,
 তথা হতে হন স্থানান্তর ।

আর কই শুনহ, তোমাদের কত গুণ,
বদবধি সন্তান না হয়।

তদবধি এক শয্যা, প্রিয়তমে প্রিয় ভাৰ্যা,
পুত্র হলে পৃথক শয্যায় ॥

সুতিকা গারেতে যান, দেখিবারে সে সন্তান,
স্বর্ণ হস্তে দিয়া হস্তে ধন।

নামাথে দিয়া বসন, সুশীত্রে করে গমন,
ঘৃণা হয় গন্ধেতে তখন।

শিশু যদি বাহে করে, পিতা যদি তাহা হেরে,
মুখের ভঙ্গিমা করে কয়।

উঁ হুঁ গন্ধে মরি, মুক্ত কর শীত্রে করি,
বিষ্ঠা গন্ধে তিষ্ঠান না যায় ॥

ফুঁক দিয়ে গালভরা, তোমাদের সেই ধারা,
পুত্র স্নেহ কি জ্ঞান তোমরা।

বিজ্ঞ হলে প্রিয়বর, মুখ হলে ত্যাগ কর,
না হলে দ্বিতীয় কর দারা ॥

পুত্রের কারণে নারি, কত দুখে মরে মরি,
ভেবে যদি দেখ দুঃখ চয়।

ষোড়শী উত্তীর্ণা হলে, ইদাপি না হয় ছেলে,
খেদানলে সদা প্রাণ দয় ॥

আর সভয়ে সর্বদা, সকম্পিত হয় সদা,
পতি প্রেমে পাছে বিহ্ব যটে।

আমার পুল্ল হল না, পাছে সপত্নী যজ্ঞা,

ভোগ হয় আমার ললাটে ॥

পুল্ল জন্য সুকাতর, সদা রমণী অন্তর,

পুরুষে কি ধারে তার ধার ।

সন্তান হইবে বলে, যদি কেহ বিষ্ঠা দিলে,

অনায়াসে করয়ে আহার ॥

ষষ্ঠী সংক্রান্তি যত, করে কত নানা মত,

কোন মতে হইবে কুমার ।

আর কহি সবিশেষ, শেষেতে কতই ক্লেশ,

বলি হল গন্তের সঞ্চার ॥

অথ নারী কর্তৃক গর্ভ বর্ণনা ।

পয়ার ।

কলল নামেতে গর্ভ জানা নাহি যায় ।

জরা উজা পরেতে বুদর থাকে কয় ॥

সেই গর্ভে কষ্ট করি ক্রমে প্রবেশিল ।

ঘূর্ণায়মান প্রাণ কাঁপিতে লাগিল ॥

দেহের ঠিকানা নাই উঠিতে অচল ।

সর্বদা বমন চিত্ত মুখে উঠে জল ॥

ক্রমে মাংসপেশী গর্ত্ত হইলে প্রকাশ ।
 রুচিতে অরুচি হল আহারে হতাশ ॥
 একে নেসা খোর মত শরীর বিশেষ ।
 আহার নাহিক তাহে ভাবহ কি ক্লেশ ॥
 পরিজন যতনে যদিও কিছু খায় ।
 তখনি বমন তাহা তল নাহি পায় ॥
 অক্ষুর নামক গর্ত্ত হইল যখন ।
 অত্যন্ত অলস আসি দিল দরশন ॥
 দ্বিতীয় মাসেতে এরা হইল প্রবল ।
 যুগা অরুচি আদিতে অবশ অচল ॥
 তৃতীয়েতে কি বল অশ্বলে মাত্র রুচি ।
 তাহাতেই জীবন ধারণ করে বাঁচি ॥
 চতুর্থেতে চতুর্দোলে যেমন দোলায় ।
 টলমল শরীর সর্বদা ভয় পায় ॥
 পঞ্চম মাসে পঞ্চাশত খাওয়া যখন ।
 কিঞ্চিৎ রুচির সঙ্গে হয় দরশন ॥
 পীনস্তন নম্রভাবে ভেলা ভেলা ধরে ।
 ভাসিতে২ ভাসে নীর দেয় কীরে ॥
 তদবপি স্তন দুখে সুস্বাদিত অঙ্গ ।
 পতি শয্যা পরিভ্রাণ পতি মজতঙ্গ ॥
 ছয় মাস গর্ত্ত গর্ত্ত আরম্ভ লাড়িতে ।
 যখন আঁটিয়া ধরে উদর মধ্যেতে ॥

তখন যে কি যাতনা কি কব তোমায় ।
 হাঁটিতে পদ বাড়ান না যায় ॥
 সপ্ত মাসে সপ্ততাল ভেদ যেন করে ।
 বোধ হয় শিশু যেন লড়িছে উদরে ॥
 অষ্ট মাসে গর্ভ ক্লেশ হইল যখন ।
 উদরে চুল্কনা আসি দিল দরশন ॥
 অত্যন্ত চুল্কনা সে কি কব তার কথা ।
 গর্ভ নর্ম ছিড়ে যায় হস্ত হয় ব্যথা ॥
 নব মাসে নব অঙ্গ সকল বাড়িল ।
 অঙ্গ মধ্যে থাকি অঙ্গ রঙ্গ আরম্ভিল ॥
 কখন কনই কক্ষে মস্তক বক্ষেতে ।
 কভু পদ প্রবেশ করয়ে পঙ্করেতে ॥
 খেতে শুতে স্বাস্থ্য নাই নিদ্রা নাই রেতে
 সদা আই চাই প্রাণ কিবল কণ্ঠেতে ॥
 এই রূপ দশ মাস দিন পূর্ণ হৈল ।
 প্রসব বেদনা আসি ক্রমে দেখা দিল ॥
 সে যন্ত্রণা তুলনা কি দিব বল আর ।
 তুলনার স্থান সেই যত যন্ত্রণার ॥
 চক্ষু কর্ণ রক্ত হতে অগ্নি যেন ছুটে ।
 প্রাণ যেন বাহির হইল দমকেটে ॥
 হৃদি কম্প ঘর্ম গাত্রে অঙ্গ থর থর ।
 নয়ন হইতে নীর পড়ে দর দর ॥

এত যত্নগায় নারী পুত্র প্রসবিল ।
 ভাব সে সন্তান কত স্নেহের হইল ॥
 কষ্টে উপার্জিত ধনে যত যত্ন রয় ।
 পৈতৃক বিষয়ে তত যত্ন নাহি হয় ॥
 অনায়াসে পিতা দেখে সন্তানের মুখ ।
 প্রমুতি সন্তানে পায় পেয়ে বহু দুখ ॥
 সেই দুখ স্মরণ হতেছে মোর মনে ।
 হায় পুত্র কোথা গেল গহন কাননে ॥
 দিনান্তে দেখিয়া তবু জুড়াত অন্তর ।
 আর কি আসিবে গৃহে দেখিব কি আর ॥
 কি করিব কোথা যাব কি করি এখন । *
 এখন কি সহায় য় ওসব বচন ॥

অথ কুপুলের বৃত্তান্ত ।

ত্রিপদী ।

এইরূপ সকাতরে, কান্দে রামা উচ্চৈশ্বরে,
 আর ছই সন্তান যে ছিল ।
 উঠিয়া তারা সত্বরে, আসিয়া মাতৃ গোচরে,
 বিধিমতে প্রবোধ করিল ॥
 পরে কই শুনহ, সেই দ্বিজের নন্দন,
 ক্রোধে হয় অন্ধের সমান ।
 ভাবে এই মনো মধ্যে, প্রবেশিব বন মধ্যে,
 দেহে না রাখিব এই প্রাণ ॥

ক্রমেতে পোহাল নিশি, অরুণ উদয় আসি,
মধ্যাহ্ন সময় ক্রমে হৈল ।

জ্বলিল বাড়বানল, সূর্য্য কিরণ প্রবল,
দ্বিজমুত ভাবিতে লাগিল ॥

আহা যদি মৎস্য মারি, আনিতাম সঙ্গে করি,
তবে মম পক্ষে ভাল ছিল ।

পথে চলিতে, বেদনা হোল পদেতে,
বনে যেতে ব্যাঘাত ঘটিল ॥

আবার কেয়ুন করে, ঘরেতে ঘাইব ফিরে,
মনে করি বড় লজ্জা হয় ।

ভাইকি পারিব যেতে, যে ব্যথা হলো পদেতে,
আসি ক্রোশ নিচে পথ নয় ॥

অত্যন্ত রবি কিরণ, তৃষ্ণায় কাটে জীবন,
জীবন বিহনে রক্ষা নাই ।

চারি দিগ নিরীক্ষণ, করো ভাবে অনুক্ষণ,
জলাশয় হেথা কোথা পাই ॥

কিন্তু তরু কল হীন, যদি পাই দরশন,
তবু ঘাই তাহার ডলার ।

দারুণ রবি কিরণ, হইতে এই জীবন,
কিছু শুষ্ক করিব ছায়ায় ॥

জীব তেজঃ তেজো হীন, অবসান হলো দিন,
নিশি আসি ক্রমে দেখা দিল ॥

— — —

অথ দ্বিজসুতের অদ্ভুত দর্শন ।
পর্যায় ।

অমাবস্যা সঞ্জে করি আইল সর্বরী ।
ঘোরতর অন্ধকার তমোরূপ ধরি ॥
চক্ষু মূলে মুর্থ ছানি দ্বিজসুত দিয়ে ।
একেত সে চক্ষু সত্ত্বে আছে অন্ধ হয়ে ॥
তাহে অন্ধকার নিশি আরো অন্ধ হয় ।
আর কিছু দ্বিজসুত দেখিতে না পায় ॥
রজনী দেখিয়া হিম হইল বাতাস ।
তখন কিঞ্চিৎ হৈল জীবনের আশ ॥
মনে মনে ভাবে তবে দ্বিজের নন্দন ।
রজনী পোহাতে যদি থাকে এ জীবন ॥
তবে আর মনো মধ্যে বন না আনিব ।
প্রবাস তাজিয়া বাসে প্রস্থান করিব ॥
এইরূপ মনে মনে করয়ে ভাবনা ।
ইতিমধ্যে দেখ আরো আশ্চর্য ঘটনা ॥
একজন এল হাতে করি তম আসি ।
পুতিয়া মশাল তথা রহিলেক বসি ॥

কণেক বিলম্বে এলো আর দুইজন ।
 ভয়ঙ্কর অস্ত্রধারী দেখিতে ভীষণ ॥
 পরে একজন এলো নিশাদের প্রায় ।
 কত বিহঙ্গম সঙ্গে कहने না যায় ॥
 সেই সব পক্ষিগণে চারি জন লয়ে ।
 আহা করয়ে তবে মশালে পোড়ায়ে ॥
 কাড়াকাড়ি করে যবে আমোদেতে খায় ।
 ইতিমধ্যে দ্বিজসূতে দেখিবারে পায় ॥
 ধৈর্যে গিরে চারিজন ধরিল তাহারে ।
 মুষ্ঠাঘাত পদাঘাত প্রহাঙ্গাদি করে ॥
 আর বলে তোর সঙ্গে আছে কত ধন ।
 শীঘ্র বল না বলিলে করিব নিধন ॥
 একথা শুনিয়া পরে দ্বিজপুত্র কয় ।
 বিদ্যাহীন আমি ধন পাইব কোথায় ॥
 এই প্রহারের জন্ত গৃহ ত্যাগ করি ।
 অনাহারে এ প্রহার সহিতে না পারি ॥
 মৎস্য মারিয়া করি দিবস যাপন ।
 নিশিতে জননী কাছে লুকায়ে ভোজন ॥
 গত রাত্রে মাতা কত দিলেন গঞ্জনা ।
 ক্রোধে कहিলাম আর গৃহে আশিবনা ॥
 মনো মধ্যে ভাবিলাম বন মধ্যে যাব ।
 মূর্খের গঞ্জনা দুঃখ আর না সহিব ॥

এ কারণে এতগতি হলো আসি হেথা ।
 আর কেন মার ভাই ধন পাব কোথা ॥
 দেখহ আমার এক বস্ত্র পরিধান ।

সবে ধন আছে মম দেহে মাত্র প্রাণ ॥
 একথা শুনিয়া তারা উঠিল কান্দিয়া ।
 কেন মারিলাম বলো ধুলাতে লুটিয়া ॥

কেহ গিয়া কোলে লয় ব্রাহ্মণ নন্দনে ।
 কেহ ঘন চুম্ব খায় তাঁহার বদনে ॥

কেহ বলে কেন আসি মারিছু ইহায় ।
 আগে যদি জানিতাম হায় হায় হায় ॥

বাহবার হইয়াছে চারা কি এখন ।
 তোজন করিগে এসো মোরা পঞ্চজন ॥
 দ্বিজসুত পক্ষী পোড়া খায় মৌন হয়ে ।

কারণ জানিতে কিন্তু মন কাঁপে ভয়ে ॥
 খায় আর ইতস্ততঃ চায় দ্বিজসুত ।

ভুজনের গলে দেখে যজ্ঞউপবীত ॥
 একজন কণ্ঠধারী মধ্যেতে তাহার ।

অপর জনের দেখে শুধু দাড়ি মার ॥
 দেখিয়া দ্বিজসুতের হইল চেতন ।

ভাবে হায় জাতিকুল যাইল এখন ॥

ভাব দেখে অকুতবে তাহার বুকিল ।
 দ্বিজপুত্র মুখ চাহি কহিতে লাগিল ॥

খাইতে২ কেন না খাও এখন ।
 আহাৰ সময় বন্ধ কিসে২ কাৰণ ॥
 বুঝিলাম মনো মধ্যে কৰিয়াছ সন্দ ।
 ভাবিয়াছ আমরা জাতিতে হই মন্দ ॥
 অতএব কহি তবে ব্রাহ্মণ নন্দন ।
 আমাদে২ পৰিচয় শুন দিয়া মন ॥



অথ প্ৰথম সূত্ৰধাৰি২ কথা এবং ঐ কৰ্ত্তৃক
 দ্বিতীয় সূত্ৰধাৰি২ পৰিচয় ।
 পয়া২ ।

পশ্চিমে পাটনা নামে মহৰ বে আছে ।
 আমাদে২ জন্মস্থান হয় তাৰ কাছে ॥
 বিপ্ৰকুলে জন্ম লই মো২ দুই জন ।
 দুইজনে ভিন্ন দেহ একই জীবন ॥
 অলস কালেহেহ হই পৰম পণ্ডিত ।
 দেখিয়া এ পিতা মাতা সৰ্বদা কুপিত ॥
 খাই আ২ শুয়ে পড়া পড়ার অস্তাঙ্গ ।
 নিদ্রা বিছা অতিশয় হইল একাঙ্গ ॥
 আহাৰে প্ৰহাৰ খাই তবু লজ্জা নাই ।
 থুকুড়ে মস্তে২ গুণে তাহে না ড২াই ॥
 এইৰূপে কিছুকাল কাল বয়ে যা২ ।
 ঘটক আইল দেবি বিবাহ সময় ॥

বন্যোদি ঘরের ছেলে নাম ডাক আছে ।
 কত কন্যা জুটে গেল কব কার কাছে ॥
 পিতা অসম্মত হয়ো করেন প্রকাশ ।
 কহিলেন কাহার করিব সর্বনাশ ॥
 হস্তি মূৰ্ত্ত কাণ্ডজ্ঞান রহিত সন্তান ।
 এ পাত্রে বল কে করিবেন কন্যা দান ॥
 যদি কার সঙ্গতি না থাকে খেতে দিতে ।
 কন্যাকে ফেলিয়া যেন দেন সমুদ্রেতে ॥
 তথাপি এমন পাত্রে বিবাহ কন্যার ।
 কেহ যেন নাহি দেন কহিলাম মার ॥
 শুনিয়া এসব কথা ঘটক ফিরিল ।
 হেরিয়া মনের মধ্যে দুঃখ উপজিল ॥
 ভাবিলাম গৃহস্থে থাকিবনা আর ।
 যথারণ্য তথা গৃহ হইল আমার ॥
 মনো দুঃখে বনে আসি এমন সময় ।
 পথিমধ্যে ইহার সহিত দেখা হয় ॥
 বদনে রোদিন ধার দেখিয়া ইহার ।
 কহিলাম কহ ভাই একি সমাচার ॥
 শুনিয়া আমার কথা কহে সমুদায় ।
 শুনিলে উহার কথা ব্যথা পাবে তার ॥

অথ দ্বিতীয় সূত্রধারির কথা ।

পায়ার ।

শুন শুন বিজসুত শুন দিয়া মন ।
 উক্ত বিজপুত্র হেথা এলো যে কারণ ॥
 কহিল আমারে দেখে কিজন্ত রোদন ।
 উন্মোচন করে দিয়া বুকের বসন ॥
 দেখিলাম বক্ষঃস্থল মধ্যস্থল উঁচু ।
 রক্তবর্ণ উর্দ্ধভাগ হযো গেছে নিচু ॥
 দেখিয়া কহিনু কহ একি অকস্মাৎ ।
 কে করিল এমন নির্ঘাত পদাঘাত ॥
 কহিল আমারে তবে শুন সেই কথা ।
 পদাঘাতে কি ব্যথা অন্তরে যত ব্যথা ॥
 গৃহ চিন্তা বিছাড়াই সব ফেলে দূরে ।
 খাই শুই কেবল বেড়াই গল্প মেরে ॥
 এক দিন পিতা মোরে ডাকিয়া বতনে ।
 বুঝাইলা কত শত মধুর বচনে ॥
 কেন বাছা মিছা মিছি কালক্ষেপ কর ।
 বিদ্যা যদি নাহি হলো অশ্রোপায় ধর ॥
 বিবাহ হইবে তব অল্প কিস্বা কাল ।
 এইরূপে তুমি কি কাটাবে চিরকাল ? ॥
 অত্যন্ত সুন্দরী কন্যা এসেছি দেখিয়া ।
 আজি কালি মধ্যে যাব দিতে তব বিয়া ॥

পরে আমি যবে গেলে খাইবে কি করে ।
 বসিয়া খাইবে এত ধন নাহি যবে ॥
 তার পর শুন ভাই বিবাহ ত হমো ।
 আশ্রয় প্রদান করে কিছু দিন গেল ॥
 এক দিন প্রেমসী নিকটে আসি কয় ।
 একপাতা মিসি কিনি দেও গুণময় ॥
 কহিলাম আমি কি করেছি উপার্জন ।
 তাই তব মিসি কেনা পড়েছে এখন ॥
 জীলোকের স্বভাব যাইবে বল কোথা ।
 আমাকে যে কহিলে কবার নয় কথা ॥
 এখনো কি খোকা আছ কহিল আমারে ।
 বিদ্যা শিক্ষা করিবে কি খোকা কোলে করে ॥
 দাড়ি গোঁপ পাকায়ে কি হবে উপার্জন ।
 বাড়ি ধরি বাড়ীং করিয়া ভ্রমণ ॥
 এখন যেমন আছি ভাসুরের ভাতে ।
 মুরাদতো জানা গেল মিসি একপাতে ॥
 এইরূপ প্রিয়া যত হাসি কয় ।
 শুনিয়া আমার তত হয় ক্রোধোদয় ॥
 অত্যন্ত রাগেতে আমি ধৈর্য হারাইয়া ।
 মারিলাম অহা কত কেশেতে ধরিয়া ॥
 পরে শুন এ রামা গুণমিয়া কান্দে ।
 আলু খালু কেশ পাশ আস্তে বাস্তে বান্ধে ॥

পাছে কেহ জানে আমি মারিয়াছি তার ।
 প্রহার অপেক্ষা সেই ভয় বৃদ্ধি পায় ॥
 কিন্তু তার সেই যত্ন বিফল হইল ।
 প্রভাত হইতে নিশি সকলে জানিল ॥
 অঙ্গমধ্যে প্রহারের চিহ্ন যত ছিল ।
 তাহার। সবার কাছে প্রকাশ করিল ॥
 ইহা শুনি বড় ভাই ডাকিয়া আমারে ।
 বক্ষে পদাঘাত করি দিলা দূর করে ॥
 জ্ঞান শূন্য হইয়া বনে রয়েছি হেথায় ।
 ভাবিতেছি কি করিব যাইব কোথায় ॥
 আমি কহিলাম আর ভেবে কি হইবে ।
 কপালে লিখন যাহা কেবা খণ্ডাইবে ॥
 তবু ত বিবাহ সুখ জানিয়াছ তুমি ।
 সে সুখে বঞ্চিত তোমা হতে দুঃখী আমি ॥
 এইরূপে উভয়েতে কথোপকথন ।
 ইতিমধ্যে আইলেন এঁরা দুই জন ॥



অথ বণিক জবনের বৃত্তান্ত ।
 গয়ার ।

শুনিলে দ্বিজের সুত নিজ পরিচয় ।
 এবে কহি ইহাদের বিবরণ চয় ॥

চারিটি কুকুর সঙ্গে হাস্য আসো ভরা ।
 আইল উভয়ে বেন ষোড়ের পায়রা ॥
 শুধাইল আমা দৌছে এই দুই জন ।
 বিরস বদনে বসে আছ কি কারণ ॥
 কাহার ভয় হও নিবাস কোথায় ।
 শুনিয়া আমরা কহিলাম সমুদায় ॥
 শুনিয়া ভরসা খুব আমাদের দিল ।
 আহারের চিন্তা কিবা সঙ্গে যদি চল ॥
 এই বল্যে সঙ্গে লয়ে আমা দৌছাকায়ে ।
 চলিল দুজন এক বিপিন মাঝারে ॥
 ইতিমধ্যে অন্ত ভানু আইলা রজনী ।
 নিশিতে বনেতে খাই হিংসা করে প্রাণী ॥
 গান গেয়ে শিশু দিয়ে কুকুর ন্যালায়ে ।
 পশু পক্ষি সব ভক্ষি উদরের দায়ে ॥
 একদিন কুকুরেরা বনে নাহি যায় ।
 ঘাইতে যিরে আসি ধরে পায় ॥
 বিবরজ্ঞ আমরা হয়ে করিছু প্রহার ।
 প্রহারের ভয়ে বনে চলিল আবার ॥
 পুনশ্চ গহন তাজি আইল কিরিয়া ।
 অত্যন্ত হইল ক্রোধ দুইতা দেখিয়া ॥
 ঝাংগেতে অত্যন্ত মোরা সকলেতে মারি ।
 কিন্তু কুকুরেরা ছিল অত্যন্ত শিকারি ॥

এখন তাদের কথা হইলে অরণ্য ।
 ইচ্ছা হয় জীবনেতে ভাসিতে জীবন ॥
 পরে শুন কুকুরেরা শিকার কারণে ।
 বনে যায় ফিরে চার সজল নয়নে ॥
 আহা তারা পশু হইয়া বুঝেছিল মনে ।
 আমরা মনুষ্য হইয়া ছিলাম অকারণে ॥
 এমন জনম হতে গন্তব্য ভাল ।
 এ হেন উত্তম দেহ বৃথাই যাইল ॥
 বিচাৰী ন বুঝি নাই নাহি বিবেচনা ।
 পরে শুন যে হইল আশ্চর্য ঘটনা ॥
 কুকুরেরা বনে গিয়া না এলো ফিরিয়া ।
 ভাবিত হলেম মোরা বিলম্ব দেখিয়া ॥
 অরণ্য মাঝারে যাই কুকুরের ভরে ।
 খুঁজিয়া বেড়াই সবে উদ্ভিন্ন অস্তরে ॥
 ভ্রমিতেই সেই নিবিড় গহনে ।
 কুকুরের থাণ্ডা মাত্র হেরিলাম নয়নে ॥
 ব্যাঘ্রের পদের চিহ্ন রয়েছে তথায় ॥
 দেখে চারি জনে দুঃখে করি হায় হায় ॥
 যে রূপ হইল শোক পশুর কারণে ।
 পুঞ্জশোক হেন নয় লয় মোর মনে ॥
 কাতর হইয়া কান্না মোরা চারি জন ।
 নয়ন নীরেতে অন্ধ হইল নয়ন ॥

ইতিমধ্যে হয় মহাকলরব ধনি ।
 ধরৎ মারৎ এই মাত্র শুনি ॥
 শব্দ শুনে শুক্ক হয়ে মোরা চারি জন ।
 বৃক্ষের উপরে গিয়া করি আরোহণ ॥
 আহা যদি জানিতাম হইবে এমন ।
 তাহলে কি কুকুরের করি অশ্বেষণ ॥
 তার পরে সেই বন সৈন্যোতে ঘেরিল ।
 কি জানি কিসের তরে বন অশ্বেষিল ॥
 আমাদের বৃক্ষে হেরে বন অশ্বেষিতে ।
 এই পাইয়াছি বলি ধরিল ঝরিতে ॥
 বৃক্ষ হতে নামাইয়া অনেক প্রহার ।
 করিল অত্যাপি চিহ্ন আছয়ে তাহার ॥
 এই দেখ দিই খুলে গাত্তরের বসন ।
 প্রহারের চিহ্ন তবে কর দরশন ॥
 মাংস চর্ম চিহ্ন নাই অস্থিমাত্র মার ।
 দেখিলে দ্বিজের সূত কিরূপ প্রহার ॥
 পরে আমাদের লয়ে সেই সৈন্যগণ ।
 গহন হইতে লবে করিল গমন ॥
 কিন্তু পথিমধ্যে মোরা চৈতন্য হারান্নে ।
 মূর্ছিত হইয়া ছিহ্ন প্রহারের ঘায়ে ॥
 সুশীতল জল মুখে পড়িল যখন ।
 কিঞ্চিৎ জ্ঞানের সহ হৈল আলাপন ॥

চাহিতে ক্ষমতা নাই কর্ণে মাত্র শুনি ।
 চারিদিকে হুইতেছে রোদনের ধনি ॥
 কেহ কয় হায় বিধি একি বিড়ম্বনা ।
 হারা ধন দিলে পুনঃ দিতে কি যাতনা ॥
 বক্ষঃস্থলে করাঘাত করো কেহ কয় ।
 যদি নিদারুণ বিধি হলিরে সদয় ॥
 তবে পুনঃ অসহ যজ্ঞগা কেন দিলি ।
 শোকের উপরে শোকে অধৈর্য্য করিলি ॥
 কেহ কহে দেহে আর কেনরে জীবন ।
 কেহ কহে দেরে বিষ করিব ভক্ষণ ॥
 এইরূপে কান্দিতে২ কেহ কয় ।
 দেরে মুখে আদারস যদি জ্ঞান হয় ॥
 যতপি জীবন ধন জীবনেতে থাকে ।
 জীবন পাইলে ধন দিব দরিদ্রকে ॥
 ইহা শুনি আদারসে মরিচ গুড়ায় ।
 চক্ষু কর্ণ রক্ত দিয়া প্রবেশ করায় ॥
 তাহার জ্বলনে মোরা ছট্ ফট্ করি ।
 চৈতন্য পাইয়া শেষে বেদনাতে মরি ॥
 অস্থির পরাণ যেন গেল গেল গেল ।
 সে যাতনা হুইতে মুচ্ছায় থাকা ভাল ॥
 পরে কি ঔষধ আনি মাখাইয়া দিল ।
 তাহাতে বেদনা কিছু আরাম হইল ॥

কিঞ্চিৎ বিলম্ব পরে মেনিলাম আঁখিঃ
 সনোহরা সুসুন্দরী পুরী এক দেখি ॥
 স্বর্গপুরী আসিয়াছি বোধ হলো মনে ।
 সৈন্তগণ আনিয়াছে ইন্দ্রের তমনে ॥
 চারি দিকে নারীগণ ছিন্ন ভিন্ন রূপ ।
 সেরূপ দেখিলে তবুলজ্জা পায় ভূপ ॥
 তার মাঝে এক রামা পরমা সুন্দরী ।
 অত্যন্ত কাতরা কিন্তু কান্দয়ে ধর্মরি ॥
 বোধ হলো এরা হবে অঙ্গরী কিন্নরী ।
 ইন্দ্রের মহিষী হবে প্রধানা সুন্দরী ॥
 প্রহার যন্ত্রণা সব বিস্মরণ হয়ে ।
 চাহিয়া রহিলু পুনঃ চৈতন্ত বিলয়ে ॥
 স্ত্রী জাতি কি জাতি জাতি নাহি চায় বেড়ে ।
 সাধে কি সে কব্যশৃঙ্গ এলো অমোঘাতে ॥
 পরে আমাদের কিছু পানীল খাওয়ায় ।
 বাতাস করয়ে কেহ চামর দ্বারায় ॥
 কৃষ্ণফল শয্যাতে শোণ্ডায় চারি জনে ।
 চারি দাসী রুজু রহে সেবার কারণে ॥
 সে সুখ স্মরণ হলে মনে এই হয় ।
 পৃথিবী বিলয়ে যদি তাহে হই লয় ॥
 তার পর আমরা আরাম হলে পরে ।
 এক জন পুরুষ আইল সেই ঘরে ॥

কহিন অশ্বরে আর নাহি প্রয়োজন ।
 এসো মোর সঙ্গেতে তোমরা চারি জন ॥
 অস্ত্র অমরা বাইষণ নাহি রে ।
 দেখি সেই প্রণয়কে গবাকের দ্বারে ॥
 হাসি হাসি মুখ খানি আঁখি ছল ছল ।
 মের দেখি চাতকিনী বেন জন জন ॥
 জখি চারি জন মোরা দেখ । দেখি করি ।
 দেখিতে দেখিতে দেখি এঁরি চক্ষে বারি ॥
 এঁরি নদো যিনি হন জাতিতে জবন ।
 বাঁচার কারণ তুরিনা কর ভোজম ॥
 ভাব দেখি ভেবে মকিনা পাই কারণ ।
 জিহ্বাসিতে সমুদর সময় কখন ॥
 ভাবিত হৃদয়ে তবে করিছু গমন ।
 তার পর শুন কহি আশ্চর্য্য কখন ॥
 বাহিরে বাইরা সভা করি দরশন ।
 সে সভার শোভা কিসে করিব বর্ণন ॥
 তারাগণ বেষ্টিত যেমন শশধর ।
 জেবগণ বেষ্টিত যেমন পুরন্দর ॥
 ততোধিক প্রজাবর্গে শোভিছে রাজন ।
 বিনকণ বিচকণ পাশে নির গণ ॥
 জ্ঞান প্রভৃতি বত রাজকর্মকারী ।
 যোড়হাতে "ডা" হয়ে আছে সারি সারি ॥

সত্য জানে কত শত অপরাধী জনে ।
 কত মত সাজা পায় রাজার সম্মানে ॥
 কোড়াঘাতে কেহ বা খুলাও গড়াগড়ি ।
 কাহার পদেতে দেয় বিশাখান বেড়ী ॥
 হস্ত পদ বাকি কার বন্ধেতে পাখান ।
 কেহবা জল্লাদ হস্তে হারায় পরাণ ॥
 দেখিয়া সত্যে আণ হইল কাতর ।
 কি জানি কি সাজা পাই রাজার গোচর ॥
 এ'রি মধ্যে বাহার দেখে দাড়ি সার ।
 এই মনোহর পুর জানিবে তাহার ॥
 সেই যে প্রধান হয় ইহার রমণী ।
 এ'রি জন্মদাতা হয় ওই নৃপননি ॥
 হস বন্দ নাহে রাজা সুৰ্কলোক জানি ।
 দিল্লীর নিকটবর্তি যার রাজধানী ॥
 হাজার ভূপতি হয় তা'বেদার যার ।
 স্বরূপ জানিবে সেই নৃপের কুমার ॥
 ভূপতি নন্দন ইনি জানিবে স্বরূপ ।
 পরে শুন আনাদের যা কহিলা ভূপ ॥
 জিজ্ঞাসিলা মহীপাল কহ সত্য করি ।
 কেন তুমি মণিহার করিয়াছ চুরী ॥
 কোথায় রেখেছ হার সত্য করি কবে ।
 মিথ্যা যদি কহ বাবে যমালয় তবে ॥

একথা শুনিয়া আমি দিলাম উত্তর ।
 শুন শুন মহারাজ না হই ত্বর ॥
 পাটনা হইতে আসি মোরা দুই জন ।
 দৈবে ইহাদের সঙ্গে পথেতে মিলন ॥
 ইহাদের চারিটি কুকুর সঙ্গে ছিল ।
 ভ্রম বনেতে সে কুকুর হারাইল ॥
 তাহাদের খুজিতে এলেম ওই বনে ।
 হেনকালে ধরে আনে তব সৈন্যগণে ॥
 মনি হার কে লয়েছে কিছু নাহি জানি ।
 বিচারিয়া যাহা হয় কর নৃপমনি ॥
 শুনিয়া ভূপতি হৈলা স্নেহের আকর ।
 কহিলা তোমরা যদি না হও ত্বর ॥
 তবে এক কর্ম বলি শুন দিয়া মন ।
 পাত্র মিত্র স্বরূপ তোমরা তিন জন ॥
 ইরাদিল নামেতে যে পুত্র হয় মম ।
 অতিশয় ভালবাসি জীবনের সম ॥
 কেবল কুকর্ম করে প্রজা জাতি খায় ।
 এই জন্য রাজ্য ছাড়া করেছি তাহার ॥
 পুনঃ পুত্র পাব আশা নাহি ছিল মনে ।
 ছিলাম অস্থির দেহে পুত্র অদর্শনে ॥
 পুত্রশোক পায় বার হয়ে পুত্র নাই ॥
 সন্তান থাকিতে সন্তানের শোক পাই ॥

না হলে সন্তান ভবে বংশ লোপ হয় ।
 বংশ লোপ হয়েছিল থাকিতে তনয় ।
 এসো বাবা ইরাদিল বস মোর কোলে ।
 পুত্র কোলে লয়ে ভাসে নয়নের জলে ।
 এখন কুবুজি ত্যজি বৈস সিংহাসনে ।
 রাজা হয়ে থাক সদা প্রজার পালনে ।
 শ্রেহ রূপ সিংহাসনে বসিয়ে কুমারে ।
 অভিষেক করাইলা নয়নের নীরে ।
 রাজাজায় রাজহুত শোভে শিরোপরে ।
 পাত্র মিত্র হয়ে থাকি আমরা গোচরে ।

অথ যুবরাজের অত্যাচার এবং
 রাজ্য ছাড়া ।

শ্লোক । মূর্খে নিয়োজ্য মানেতু ত্রয়ো-
 দোষা মহীপতে । অবশঃ অর্থ নানন্দ
 নরকে গমনঃ তথা ॥

পয়ার ।

মূর্খ জনে রাজ্য ভার করিলে অর্পণ ।
 এই তিন দোষ ভাগী হয়েন রাজন ।
 অবশঃ অর্থ আর অর্থ নাশ হয় ।
 অবিচার করে মূর্খ রাজ্যারে মজায় ।
 যেমন ভূপতি হলো পাত্র মিত্র তাই ।
 বিচার নামেতে চেরা বুঝি মাত্র নাই ।

তিন দিন মধ্যে হলো রাজ্য ছাড় খার ।
 মন্দ বুদ্ধি যুবরাজে বাড়িল আবার ॥
 বন্ধ ভাবি ব্যঙ্গ করি প্রজা জাতি খার ।
 মধ্যে যেন হয়েছিল গোরাদের প্রায় ॥
 বারি আশে নারীগণ কুন্ত কঁকৈ লয়ে ।
 যতপি বাহির হয় চারিদিক চেয়ে ॥
 পশ্চিমধ্যে যুবরাজে করি দরশন ।
 কুন্ত ফেলি তখনি করয়ে পলায়ন ॥
 পিছে পিছে ধাই মোরা ধরিতে রমণী ।
 কুপিত হইলা ভূপ এই কথা শুনি ॥
 পরে রাজ্যচ্যুত করো দিল যুবরাজে ।
 পুনশ্চ মূষিক হৈল আপনার কাষে ॥
 সেই হতে এই রূপ ফিরি স্থানে স্থান ।
 এই রূপ তুমি তার জানিলে সন্ধান ॥
 তবে কি তোমারে মারি অন্তের মতল ।
 এবে এসো একত্রেতে থাকি পঞ্চ জন ॥
 উদরের দায় পশু পক্ষী ধরে খাব ।
 বস্ত্রের কারণ পথে মনুষ্য চৈঙ্গাব ॥
 হায় মা বাপের বাক্য এবে হলো আনি ॥
 এই রূপ যাবে দিন বত দিন প্রাণ ॥
 এর মধ্যে কণ্ঠধারী দেখহ যাহার ।
 নিশ্চয় জানিবা গন্ধবগিক তাহার ॥

অথ অলস যুবাপক্ষে ইতিহাসারম্ভ ।

ত্রিপদী ।

শুনহ যুবক গণ, অলসে করি বঞ্চন,

পরিশ্রমে কর মনোযোগ ।

উপার্জন কাল ইহা, না করিলে পরে তাকা,

বার্দ্ধক্যে হইবে কষ্টভোগ ॥

প্রভাত হইলে সবে, রঙ্গ শিক্ষা ভূমে যাবে,

শিথিলে ব্যায়াম বিজ্ঞা যত ।

দৈবযোগে পথে যেতে, যদি পড় দম্বা হাতে,

তাতে তারা হবে পরাভূত ॥

কিন্মা জ্ঞাতি বিসম্বাদে, যত্বেপি সংগ্রাম বাঢ়ে,

তাহে ভয় না হয় কিঞ্চিৎ ।

শরীর স্ববশে রয়, ইচ্ছামত কার্য হয়,

ব্যায়াম বিজ্ঞার গুণ কত ॥

শুন শুন কই তবে, কোন নৃপতি বল্লভে,

ব্যায়াম বিজ্ঞাতে দক্ষ ছিল ।

একদিন নৃপ দাসী, ত্রাসিতা হইয়া আসি,

সভা মানো কান্দিতে লাগিল ॥

জিজ্ঞাসিলা নৃপবর, কেন কান্দ অন্তঃপর,

কহ দাসী শুনি সে ব্যাপার ।

দাসী কয় মহারাজ, কিকব কহিতে লাজ,

দুঃখে করি দাসীস্থ স্বীকার ॥

দাসী স্বীকারী হইবে, ধর্মপথে মন দিবে,
 রহিয়াছি তোমার আলয় ।
 তাহে এক মল আসে, বান্ধিতে অধর্ম পাশে,
 আমারে সে অনায়াসে চায় ॥
 তুমি তাহার বাণী, কহিলেন নৃপমণি,
 সাবধান হয়ে থেক তুমি ।
 সে মল বড় দুর্জয়, সদা তারে করি ভয়,
 এত যে ভুগতি হই আমি ।
 তুমি দাসী এ বচন, কহিছে করি অঙ্গন,
 ওরে বিধি তোর মনে ছিল ।
 রহির ধর্ম বলিয়া, চুখে কাল কাটাইয়া,
 এবে ধর্ম মল হতে গেল ।
 কোথা আছরে শমন, এবে দেও দরশন,
 ধর্ম রাখ ধার্মিক রাজন ।
 তুমি পুনঃ রাজা কন, কেন কর জ্বালাতন,
 অঙ্গরেতে করহ গমন ।
 দাসী চক্ষের ধারায়, বধন অঙ্গরে বার,
 তখন বলভ তারে ভেকে ।
 বলে দাসী কেননাক, শয়ন মন্দিরে থাক,
 নিশিতে আলিতে বসো তাকে ।
 যা হয় পরে বিহিত, করিব তোমার হিত,
 না ভাবিহ কিঞ্চিৎ অন্তরে ।

স্বধর্ম পালিনী তুমি, সেধর্ম রাখিব আমি,
তাহাকে পাঠাব যম ঘরে ॥

অনন্তর সেই দাসী, সে রূপ করিল আসি-
মল আসি পরে দেখা দিল ।

দাসীকে অন্তরে খুয়ে, দাসীর স্বরূপ হইল,
বল্লভ সে মল্লেরে বধিল ।

শুন কই তদন্তরে, তরাতেন রাজা যারে,
অক্লেপে বল্লভ তারে মারে ।

বাঁধান অশুশীলন, করিলেক যেই জন,
হিত তার শীঘ্র হতে পাইরে ॥

পরিশ্রম করি জলে, সাঁতার দিতে শিখিলে,
দেখ তার সুখোদয় কত ।

হাসিয়া দিয়া সাঁতার, অনার্য্য সে হবে পার,
জলাশয় আছে যথা যত ॥

আর কন্ত উপকার, যদি হতে পারাপার,
তরনীতে বাঁধাত ঘটিল ।

তরনী তাজিয়া জলে, পার হলে বাহুলে,
দেখ তাহে প্রাণ লাভ হল ॥

আর দেখ রত্নাকরে, বারিত বিছার জাবে,
বহুমূল্য রতন আনিয়া ।

মহা ধনবান হয়, সদা কাল সুখে রয়,
শ্রম কর সুখের লাগিয়া ॥

বিশেষ বিচার অঙ্গ, অলসে হইয়া শূন্য,

পরিশ্রম সর্বদা করিবে ।

বিজ্ঞা অন্য গণ্য হয়, বিজ্ঞাতেই জ্ঞানোদয়,

ধনবান বিজ্ঞায় আনিবে ॥

অথ যুবায়ুর্ধ্বের ইতিহাস ।

পর্যায় ।

শ্রম তর্জি অঙ্গ সর্বদা দেবা করে ।

তার হৃদে হৃদী কেহ নহে ভূত্বিতরে ॥

কহিতে হইল তবে শুন দিয়া মন ।

পূর্বকালে ছিল এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ ॥

হৃদপুটে অঙ্গ তার দেখিতে সুলেখ ।

বিশেষ দরিদ্র বলে সবে ভায়ে বাস ॥

ভিক্ষার্থি হইয়া সে বাহার বাড়ী যেত ।

নাহি দিয়া ভিক্ষা তারে ফিরাইয়া দিত ॥

আর কত উপহাস করিত তাহারে ।

ভেক করি ভিক্ষা বেটা মাগ ধারে ধারে ॥

কত পরিশ্রম ধন করি উপার্জন ।

তুনি মনে কর ধন অতি সাধারণ ॥

হস্ত পদ আছে তব অন্তরতো নয় ।

নিজ কে তোমাকে দিবে কার এত দার ॥

কঠেতে আনিব মোরা সুখে ভুনি খাবে ।
 কার বুড়া বাপ ভুনি কে তোমাকে দিবে ॥
 নগরে বিমুখ হয়ে দূরে ফিরে আসে ।
 রিক্ত হস্ত দেখি দারা খর ভাবে ভাবে ॥
 সুখ হাতে এনে বড় কোথা গিয়াছিলে ।
 চাউল ডাউল নাই কিবা করে এনে ॥
 অন্ন খেতে খুস নাই গায়ে উড়ে খড়ি ।
 ভ্রমরে মা' বাপ কন্যা দিলি কার বাড়ী ॥
 তোর যদি নাহি ছিল জোড়ার এমন ।
 তবে এ বিবাহ করা কোন্ প্রয়োজন ॥
 আরো অনেকের পতি আছে এ ভুবনে ।
 কত শ্রম করে তারা সুখের কারণে ॥
 অন্ধ নও চকু আছে পাওত দেখিতে ।
 কে তোমার মত বসে রয়েছে গৃহেতে ॥
 বিদ্যা যার আছে সে চাকরি করি খায় ।
 বিদ্যা যার নাই সে রয়েছে ব্যবসায় ॥
 যদি বল ধন ভিন্ন ব্যবসায় নাই ।
 বল দেখি দালালিতে কত অর্থ চাই ॥
 বিদ্যা হীন ধন হীন যেমন যে জন ।
 দালাল হইয়া করে অর্থ উপাঞ্জন ॥
 অতিশয় গল্পনায়ে দরিদ্র ব্রাহ্মণ ।
 কি করি উপায় তবে ভাবে মনে মন ॥

ভিক্ষার্থি হইয়া ভূপতির কাছে যাব ।
 শয্যা গুরু গঞ্জনার পরিশোধ পাব ॥
 মন হীন বলে মোরে বলিতেছ কত ।
 আমি যেন শুনিতেছি বধিরের মত ॥
 ধন কয়ে যেই প্রিয়ে প্রিয় বাক্যে তোষে ।
 তারে ভাৰ্যা বলে সবে শুন সবিশেষে ॥
 শুনিয়া রমণী তার কহে হৃদ্য হেসে ।
 কোন্‌কালে ছিল ধন কোথা গেল ভেসে ॥
 তরনী করিয়া ধন আনিতে কি ছিলে ।
 অরিতে হারায়ে ধন ক্ষয় করি এলে ॥
 যে নারীপতিকে সদা প্রিয় বাক্য কয় ।
 যে নারী পতিকে কোথা যেতে নিবারয় ।
 পরম পণ্ডিত যদি হয় তার পতি ।
 সে বিজ্ঞায় ফল নাই পরম দুর্গতি ॥
 দেখ মুখ কালিদাস নারী গঞ্জনাতে ।
 পরম পণ্ডিত হয়ে গেল এ জগতে ॥
 বড় সন্দা নারী আমি হয়েছি তোমার ।
 বড়ই স্বামীয় নাড়া দিয়াছ এবার ॥
 রাজদ্বারে ভিক্ষা করে আনিবে সহরে ।
 কুৰি বা আনাকে দিবে রাজরাণী করে ॥

অথ মূৰ্খ যুবাব গঞ্জনা ।

শ্লোক । প্রথমে নাজিজ্ঞিতা বিজ্ঞা দ্বিতীয়ে
নাজিজ্ঞিতং ধনং । তৃতীয়ে নাজিজ্ঞিতং পুণ্যং
চতুৰ্থে কিং করিষ্যতি ॥

● পায়ার ।

প্রথমেতে বিজ্ঞা তুমি শিখেছ যেমন ।
দ্বিতীয়েতে সেই রূপ হলো উপাজ্ঞন ॥
তৃতীয়ে পুণ্য সঞ্চয় এই রূপ হবে ।
আমার এ দুঃখ দেখি চিরকাল রবে ॥
এখন তোমার যেন শুদ্ধ হস্ত পদ ।
কম্পা পূজ্য হলে পরে তার কি বিপদ ॥
আপনার প্রাণে নয় উপবাস সবে ।
সন্তান হইলে দিন কিরূপে চলিবে ॥
সে দিন ভাবিয়া মৃত্যু ইচ্ছা হয় মোর ।
কিঞ্চিৎ হৃদয়ে চিন্তা নাহি হয় তোর ॥
কাটনা কাটিয়া যেন পরিব বসন ।
পড়েছি দুঃখীর হস্তে না চাহি ভূষণ ॥
ঘরেতে চন্দ্ৰের আলো দীপে কাষ নাই ।
উদরের বিষয়ের ব্যবস্থাত চাই ॥

অথ মূৰ্খ বিজের রাজ স্থানে গমন ।

জোক । অবিন্য জীবনং শূন্যং দিকশূন্যতা
পাবাকবা । পুঞ্জহীনং গৃহং শূন্যং সৰ্ব
শূন্যং দরিদ্রতা ॥

পয়ার ।

গৃহিণীর বাক্য শুনি দরিদ্র ব্রাহ্মণ ।

সৰ্বদিক শূন্যময় করে নিরীক্ষণ ॥

কি করি উপায় মনে ভাবিয়া না পায় ।

বাকুল হৃদয় তার কুখায় তুখায় ॥

এমন বাক্য নাই যাই তার কাছে ।

বিছা নাই উপায়ের উপায় কি আছে ॥

উপযুক্ত পুঞ্জ নাই তার দিব কারে ।

এই রূপ কত রূপ ভাবে বারে বার ॥

শেষেতে করিল স্থির রাজবাটী বাব ।

তথায় মাগিলে অর্থ সুপ্রচুর পাব ॥

ভাবিয়া চিন্তিয়া রাজদ্বারে উপস্থিত ।

দ্বারিগণ দরশনে মনে হয় ভীত ॥

শয়ন সমান যেন শয়নের দূত ।

দেখিয়া চকের নীরে ভাসে বিজ সুত ॥

বিজসূতে দ্বারিগণ কহে বত ডেকে ॥

কে পাঠায়ে দিল হেথা কি হেতু তোমাকে ॥

উত্তর না পেয়ে ডারা স্বভাবে ভাষয় ।
 গভীর স্বরেতে তবে হিন্দী কথা কয় ॥
 কেউরে গিখড় তোম নাগার খাতির ।
 আন্বৎ কহ হিয়া ক্য আস্তে হাজির ॥
 নেহি জবাব আবি সমজ মেরা বাত ।
 এসা যুসা মেরে ভেরা তোড় দেকে দাঁত ॥
 চোউ আখি হের কেয়া গোয়েন্দা আখি হায় ।
 কোন আখি ছুকুমে আওগে দরজায় ॥
 শুনিয়া বিজের সুত বুদ্ধি হত হজর ।
 ভিকাকে দুয়েতে রাখি যায় পলাইয়ে ॥
 এমত সময়ে এক বৃদ্ধ বিজবর ।
 রাজ্য দরশনে যার যষ্টি করি ভর ॥
 তাহাকে দেখিয়া বৃদ্ধ জিজ্ঞাসে কারণ ।
 এত ত্রস্ত কেন তুমি করিছ গমন ॥
 শুনিয়া সে আত্মোপান্ত সকলি কহিল ।
 সে সব শুনিয়া বৃদ্ধ ঈষৎ হাসিল ॥
 ভিকার্থি হইয়া যাবে গোচরে রাজার ।
 দৌবারিক গণে এত ভয় কি ডোয়ার ॥
 যুবা কহে মহাশয় কিবা তুমি কও ।
 দেখিলে সে মূর্তি ভঙ্গী আপনি ডরাও ॥
 কেড়ি মেড়ি কহে কিবা তার মুণ্ড মাথা ।
 বুঝিতে না পারি আমি সেই সব কথা ॥

শেষে কিল মারিতে যে উঠাইল হাত ।

শমন সদনে যায় খেলে মুক্কাঘাত ॥

বৃদ্ধ দ্বিজ কহে মোর সঙ্গে এসো তবে ।

ভয় কি তাহার। আর কিছু নাহি কবে ॥

শুনিয়া বৃদ্ধের কথা যুবা সঙ্গে যায় ।

পথে যেতে বৃদ্ধে যুবা কহে পুনরায় ॥

অগ্রসর আপনি হইলে ভাল হয় ।

দেখি আগে দারীগণ তোমারে কি কর ॥

পশ্চাতে থাকিয়া আমি বুঝিব যেমন ।

শুন ওগো মহাশয় করিব ভেমন ॥

বৃদ্ধের পশ্চাতে যুবা যায় হয়ো ভীত ।

দ্বরপালে কহে দ্বিজ হৈয়া উপস্থিত ॥

শুন শুন দারীগণ কহগে রাজনে ।

তাঁর বড় মার ছেলে তাঁর দরশনে ॥

আসিয়াছি দূরদেশ হইতে আপনি ।

দেখিব কেমন রাজ্য করে নৃপমনি ॥

শুনি দ্বরপালগণ উঠিয়া সঙ্কর ।

সকল জানায় গিয়া রাজার গোচর ॥

শুন শুন মহারাজ করি নিবেদন ।

দ্বারে উপস্থিত দুই আগন্তু ব্রাহ্মণ ॥

কহিলেন নৃপবরে দেহ সন্মুখার ।

রাজার বড় মা যিনি জননী আবার ॥

দূরদেশ হতে আসে দেখিতে তোমায় ।
 এবে কহ মহারাজ কিনা আজ্ঞা হয় ॥
 দ্বারী মুখে সমুদয় গুনিয়া ভূপতি ।
 আজ্ঞা দিল দ্বিজ দোঁহে আন শীত্রগতি ॥
 রাজাজ্ঞায় দ্বিজ দোঁহে দ্বারী আনাইল ।
 যুবা সঙ্গে লয়ে বৃদ্ধ সভায় আইল ॥
 মোহিত হইল দোঁহে সভার শোভাতে ।
 সে সভার কথা কিছু হইল কহিতে ॥

অথ রাজ সভা বর্ণন ।

ত্রিপদী ।

চন্দ্রোদয় সভা পরে, চন্দ্রের প্রতাপ হরে,
 ভূপতি প্রতাপ তাপ হরে ।
 যত পাত্র মিত্রগণ, জ্ঞানে তারা বিচক্ষণ,
 হেরি বৃহস্পতি শঙ্কা করে ॥
 নকীব ফুকারে কয়, রাজার গুণ আনয়,
 হজুরে হাজির হয়ে আছে ।
 রাজকর্মকারী যত, সুবেশে হয়ে ভূষিত,
 সভা মধ্যে শোভিত হয়েছে ॥
 অধ্যাপক অর্থ আশে, রাজার সভায় আসে,
 আশীর্বাদ করে নর ররে ।

আরো কত নরপতি, সখ্যভাবে সে ভূপতি,
রাখিয়াছে আপন গোচরে ॥

তুল্য নিজ সিংহাসনে, বসাইয়া রাজগণে,
আপনি আসীন নরপতি ।

বোধ হয় মনে হেন, গগণ মণ্ডলে যেন,
শোভিতেছে শত নিশাপতি ॥

সুশোভা সভা ভিতরে, ভাঁড়েতে মস্করা করে,
মধ্যে মধ্যে হাস্য রব হয় ।

ভোজীয় বিদ্যার জোরে, বাজীকরে বাজী করে,
সভা মাঝে আশ্চর্য্য দেখায় ॥ *

নৃত্য নৃত্য করিতেছে, নানা যন্ত্র বাজিতেছে,
মধ্যে মধ্যে হইতেছে গান ।

রমণী মধুর স্বরে, মন বিচলিত করে,
আঁখি পথে যেন হরে প্রাণ ॥

উপর মন্দিরে রাণী, সজ্জেতে করে সজ্জিনী,
রাজসভা নিরীক্ষণ করে ।

গবাক্ষের দ্বারদেশে, সৌদামিনী সুপ্রকাশে,
উজ্জ্বল করয়ে মেঘোপরে ॥

কিন্মা চলিত মেঘেতে, তারাগণ গগণেতে,
অপ্রকাশ প্রকাশ কণেকে ।

হেরিলে সে রূপ শোভা, বোধ হয় সূর্য্য প্রভা,
সভাসহ লকলে চমকে ॥

পাইয়া চিত্ত আক্লাদ, দ্বিজ করি আশীর্বাদ,
রাজঅগ্রে সমস্যা পুরিলা।

যত সভাসদ গণ, সবে সচকিত মন,
দ্বিজ পানে চাহিয়া রহিলা ॥

অথ বৃদ্ধ দ্বিজের সহ রাজার কথোপকথন।
মোক। বীরাজ রাজপুত্রারে বন্দান
চতুরঙ্গরং। পূর্বাঙ্গং তব শত্রুগাং
পরাজ্জং তব বেষ্মানি ॥

পর্যায়।

বীরাজ পক্ষির রাজ্য গরুড়ে বুঝায়।
তাহার ভূপতি গোবিন্দকে জানা যায় ॥
তাহার তনয় বীন কেতন মদন।
তাহাকে বিনাশ করে এমন যে জন ॥
তাহার চতুরঙ্গরে নাম যত্নাঙ্কর।
পূর্বাঙ্গি তব শত্রুতে পরাজি তোমায় ॥
শুনিয়া ভূপতি ভূমে পড়ি প্রণমিলা।
দাদা বলে বৃদ্ধ দ্বিজে রাজ্য সম্ভাবিলা ॥
কহিলা ভূপতি কহ দুজন কেমন।
দ্বিজ কর হইয়াছে বড় দুই জন ॥
রাজ্য কর বহুদূর হইতে আইলে।
আর দুই জন তব আছোত কুশলে ॥

বৃদ্ধ কয় তারা পূর্বে ছিল দুই জন ।
 তিন জন হইয়াছে শুনহ রাজন ॥
 ভূপতি কহিল পুনঃ সেই দুই জন ।
 কিরূপ আছয়ে দাদা কহ বিবরণ ॥
 বৃদ্ধ কহে তাহারা অধিক দূরে ছিল ।
 অত্যন্ত নিকটবর্তি এখন হইল ॥
 শুনিয়া ভূপতি কয় এ বৃদ্ধ বয়সে ।
 লজ্জা না হইল তব আসিতে বিদেশে ॥
 শুনি বৃদ্ধ দ্বিজ কয় শুনহ রাজন ।
 তব সন্নিধানে আসি যাহার কারণ ॥
 কবিতা করিয়া পুনঃ দ্বিজবর কয় ।
 মোহিত হইলা ভূপ কবিতা ছটায় ॥
 পাত্র যিত্র সভাসদ রাজাগণ যত ।
 দ্বিজের পাণ্ডিত্য দেখি হইলা মোহিত ॥

অথ রাজার কবিতা শ্রবণান্তর রাণীর
 নিকট গমন ।

শ্লোক । লজ্জা মান সুতা মসাদ্য বণিতা
 তিক্তা পরা দৈন্তজা, তাড়ৈশ্বর্য নিগর্জিতা
 বলবতী তিক্তা প্রগল্ভা ভবৎ । সা লজ্জা

নিহতা ভয়েতি তনয়া শোকেন মানো
মৃতঃ, সাধী চাক্রমতে সতর্ভূ হৃদয়ং
নাচ্যপি বিশ্বাম্যতি ॥

পর্যায় ।

শুন শুন হে রাজন শুন মন দিয়া ।
লজ্জার বিনাশ কথা কহি বিচারিয়া ॥
মান সূতা লজ্জারে অশ্রুতে বিয়া করি ।
অপরে বিবাহ করি দৈত্যের কুমারী ॥
দৈত্যের দীনহী সীমা দিতে নাহি পারি ।
দৈত্যের প্রভাব দেখে দৈত্যের কুমারী ॥
ভিক্ষা যে প্রবলা জাতি হইল অপরে ।
সতিনীর দর্প হেরে মান সূতা মরে ॥
তনয়ার শোকে মান হইলেন হত ।
আমার দুঃখের কথা কহিব বা কত ॥
সময়ের পত্নী লজ্জা আছিল ভরম ।
ভিক্ষা বণিতার নাহি কিঞ্চিৎ সরম ॥
যেখানে সেখানে যাই সঙ্গে সঙ্গে যায় ।
বল দেখি হে রাজন করি কি উপায় ॥
কোথায় বা রাখি এরে বিলাই বা কারে ।
ভাবিয়া এলেন আমি আপনার ধারে ॥
একে এই বুদ্ধদশা এ বণিতা লয়ে ।
কিহবে উপায় কিছু না পাই ভাবিয়ে ॥

শুনি চমকিত হয় সভাসমগণ ।
 অচ্যুত সন্তুষ্ট তবে হইল রাজন ॥
 উপর মন্দিরে রাণী সকল শুনিলা ।
 হিজরাজ কি কহিল বুঝিতে নারিলা ॥
 সভা ভাঙ্গি ভূপতি অন্তরে আলি কয় ।
 কোথা আজ কি করহ বুঝিব তোমায় ॥
 পাচিকা হইয়া অচ্যুত রক্ষিতে হইবে ।
 আসিয়াছে দাদা মোর তোজন করিবে ॥
 কোন মতে ত্রুটি যেন নাহি হয় তাঁর ।
 শুনি রাণী কহে কহ একি চমৎকার ॥
 রসুই ঘরের খুয়া গাত্রে লাগে পাছে ।
 এই আশঙ্কায় না বাইতে দেও নীচে ॥
 রক্ষন করিব অচ্যুত রক্ষনি হইয়া ।
 ভাসুর এসেছে মোর খাইবে বলিয়া ॥
 কোথাকার ভাসুর খুজিয়া নাহি পাই ।
 স্বপুত্রের আর অস্ত্র বিয়া ছিল নাই ॥
 শাওড়ীর আর পুত্র কোথা তোমা বই ।
 মাশাম পিশাম মামিশাম কেহ নাই ॥
 বড়ই হয়েছে ইচ্ছা তদন্ত জানিতে ।
 বুঝাইয়ে দেহ রাজা না পারি বুঝিতে ॥
 কোন দুই জনে হইয়াছে তিন জন ।
 দূর হতে নিকটেতে এলো দুই জন ॥

কোন দুই জন এবে হইয়াছে বড় ।
 একান্ত শুনিব মনে করিয়াছি দৃঢ় ॥
 শুনিয়া ভূপাল কহে কহি শুন রাণী ।
 বড়ই পণ্ডিত হয় ওই বিজ্ঞ মনি ॥
 বড় মাতা শব্দ দেখ অলক্ষী বুঝায় ।
 যে জন দরিদ্র যেন তাঁহার ভনয় ॥
 মাতা শব্দে রাজলক্ষী জানিহ নিশ্চয় ।
 যতেক ভূপতি যেন তাঁহার ভনয় ॥
 সেইত সম্পর্কে দাদা হইল আমার ।
 ইহার কারণ হৈল তাহার ভোমার ॥
 দুই জনে তিন জন কারণ তাহার ।
 দুই পদ যষ্টি সহ হইয়াছে নির্ভর ॥
 দূর হতে নিকটেতে এলো দুই জন ।
 পূর্বে সবে দূরদূর্বে চিনিত ব্রাহ্মণ ॥
 নিকট না হলে আর চিনিতে না পারে ।
 এই সে তদন্ত প্রিয়ে কহিষু ভোমারে ॥
 বধির হইয়াছে বৃদ্ধ অবস্থা বলিয়া ।
 ছোট কথা শুনিতে না পায় আর প্রিয়া ।
 বড় বড় কথা ভিন্ন শুনিতে না পায় ।
 ছোট ছিল বড় হৈল ইহাতে বুঝায় ॥
 শুনিয়া সহাস্য মুখে কহিলেন রাণী ।
 তবে বাই রাখি গিয়া ওহে নৃপমনি ॥

তার পর সভাশুদ্ধ দ্বিজে সঙ্গে করে ।
 ভোজন করিতে নৃপ আইলা অন্দরে ॥
 'খাইতে খাইতে নৃপ দ্বিজ প্রতি' কয় ।
 কেমন রন্ধন হইয়াছে মহাশয় ॥
 দ্বিজ কয় এ রন্ধন মনুষ্য না খেলে ।
 খাইত যদ্যপি ইহা গরু কি ছাগলে ॥
 তা হলে উত্তম ছিল শুনহ রাজন ।
 শুনিয়া প্রশংসা দ্বিজে সভাসদ গণ ॥
 পরে দুক্ষ খাইবার সময়ে রাজন ।
 কহিলেন কহ দুক্ষ খাইলে কেমন ॥
 দ্বিজ কহে এই দুক্ষ উষ্ট্রে যদি খেত ।
 তবে এর আশ্বাদন জানিতে পারিত ॥
 শুনিয়া যথার্থ বলে সভাসদ যত ।
 মূর্খ যুবা চেয়ে থাকে বধিরের মত ॥
 অন্তরীক্ষে থাকি রানী এই কথা শুনে ।
 মানিনী হইয়া আছে ক্রোধের আগুনে ॥
 আহারাশুে বিশ্বাস করিতে চলে রায় ।
 সভাসদগণে সব চলিল সভায় ॥
 হেথায় মানিনী মানে মগণা হইয়া ।
 খটার উপরে সুখে রয়েছে শুইয়া ॥

অথ মহারাজ রানীর মনিভঞ্জনান্তর বিজ্ঞ
 স্বয়ং যথা যোগ্য সন্তুষ্ট করেন ॥

কথুত্রিপদী ।

রানীকে বিরূপ, দেখি ভাবে ভূপ,

একি রূপ এইকণে ।

কেন কেন প্রিয়ে, আছি মৌনা হয়ে,

কাটে হিয়া মিশ্রশনে ॥

কিসে হই দোষী, কহলো রূপসি,

প্রিয়সিলো এ কেমন ।

অকারণ মান, কেন হলো প্রাণ,

না পাই ভেবে কারণ ॥

কিসে হলো ক্রটি, কি করেছি ঘাটি,

কহ শীঘ্র সুবদনি ।

গেল মম প্রাণ, রাখ প্রাণে প্রাণ,

ঘুড়াক ডাপিত প্রাণী ॥

ও চন্দ্র বদনে, মান রূপ ঘনে,

হেরিয়া দেখি আঁধার ।

উঠ উঠ প্রিয়ে, সুখা বিতরিয়ে,

প্রাণ রাখ প্রাণমার ॥

আর এক দণ্ড, যদি কর দণ্ড,

প্রাণদণ্ড হবে তার ।

মান অসি ছিলে, আবারে বধিলে,
হইবে কি সুখোদয় ॥

হগ হগ মেনে, এত কাম কেনে,
বল কি কারণে হলো ।

দিলে প্রাণে ব্যথা, না কহিলে কথা,
তব ভর্তা মলো মলো ॥

হে স্বামি ঘাতিনি, কহ কটু বাণী,
মিষ্ট বাক্য না কহিয়া ।

তাহাতে সকল, হইব শীতল,
জুড়াবে তাপিত হিয়া ॥

যত নৃপচয়, আজ্ঞাকারী হয়,
সবে কর দেয় মোরে ।

কহনেতে লাজ, আমি মহারাজ,
হয়ে কর দিই তোরে ॥

তবু কি লো তোর, মানের অন্তর,
হবেনা অন্তর হতে ।

ভাঙ্গিতে এ মান, কণাগত প্রাণ,
হবে সাধিতে সাধিতে ॥

হইতে শীতল, হৃদয় অনল,
সমতনে ধরি তাই ।

অগুণে আগুন, বাড়িল দ্বিগুণ,
বিষে বিষ ক্ষয় নাই ॥

ঘূতেতে আগুনে, থাকি একস্থানে,
কেন না গলনে গেল ।

দেখিয়া এ মান, দূরে গেল জ্ঞান,
ব্যর্থ সব শাস্ত্র হলো ॥

শুনি কয় রাণী, ও কথা কি শুনি,
জ্বালায় জুলিছে প্রাণ ।

তব কথা শুনে, সিজিয়া আগুনে,
রাঙ্কিয়া কি অপমান ॥

রাঙ্কি সবতনে, সুখ্যাতি কারণে,
সুস্থাদে মরুয্য থাকে ।

ছাগলে গরুতে, পাইলে খাইতে,
রাঙ্কা ভাল হত তবে ।

আরো নৃপমনি, কীর হেন মানী,
এমনি যে দুঃখ খেলে ।

উটে যদি খেত, তবে ভাল হত,
তুমিত কর্ণে শুনিলে ॥

শুনি দাড়ি ধরে, কহে নৃপ বরে,
এর জন্ত এত মান ।

নাহি বুঝে ভাব, স্বভাবে অভাব,
করিয়া সাধালে প্রাণ ॥

শুনিয়া ললনা, করিয়া ছলনা,
কহে কে সাধিতে সাধে ।

যাও চলে তথা' মন বাঁধা যথা'

কিবা লাভ বৃথা সেধে ॥

শুনি নৃপ কয়' সাধিতে আশায়'

সাধনি কেমন করে ।

তব অভিমান' সেধে সেধে প্রাণ'

সাধিয়া সাধালে মোরে ॥

এবে শুন কই' ব্রাহ্মণ যে ওই'

সুখ্যাতি করেছে যেন ।

গরু কি ছাগলে' যদি কিছু খেলে'

জায়ালে কাটিয় পুনঃ ॥

রাক্ষিয়াছে ভাল' কাটিয়া জায়াল'

পুনঃ খেতে বাঞ্ছা করি ।

গরুতে ছাগলে' উপমার ছলে'

তাই কহিল সুন্দরী ॥

ভ্রুক উটে খায়' ভাবেতে বুঝায়'

উচ্চৈর সংঅশ্র গলা ।

কিছুই বুঝনা' কিবলি জলনা'

মান কর বড় জালা ॥

ভূষিয়া রমণী' পরে নৃপমণি'

সভাতে হয়ে উদয় ।

ভাগ্যরীকে কয়' সন্তোষ হৃদয়'

বৃক্ষে করে বিদায় ॥

যুবাকে কহিল' তুমি কিবা বল'
 যুবা বলে মহারাজ ।
 কহিতে সে কথা' মনে পাই ব্যথা'
 কি কব কহিতে লাঙ্গ ॥
 এক পরিবার' অশ্রু নাহি আর'
 তাহাকে পুষিতে নারি ।
 ভিক্ষা করি আশ' পেয়ে উপহাস'
 রুম্মহস্তে ঘরে ফিরি ॥
 হেতায় রমণী' কহে কটু বাণী'
 উদর জালায় জলে ।
 যদিও দিনান্তে' ভিক্ষা মিলে জ্বান্তে' .
 তাই খাই দোঁহে মিলে ॥
 যদি দেও ধন' তবে হে রাজন'
 বিছাধুন দেহ মোরে ।
 মুখের যে ধন' অতি অস্পৃশ্য'
 বিছাধনে ধনি করে ॥
 গুনি নরপতি' হইয়ে হৃষ্টমতি'
 শিক্ষকে সপিলা তায় ।
 বিছার কারণে' দ্বিজের নন্দনে'
 পাঠাইলা বিছালয় ॥

অথ বিজ্ঞপত্রীর খেদ ।

লঘু ত্রিপদী ।

বিজবর হেথা' শুন কহি সেথা'

বিজের রমণী মরে ।

এক দুই দিন' ক্রমে তিন দিন'

রহে আশে অনাহারে ॥

হইয়া নিরাশ' গনিয়া আকাশ'

হুতাসে নিশ্বাস যেহেলে ।

চতুর্দিকে চায়' দাবাদক প্রায়'

ভাসে বক্ষঃ চক্ষুজলে ॥

কি হইল হায়' যাইব কোথায়'

কে দিবে উদ্দেশ এনে ।

যাব কার কাছে' কেবা আর আছে'

সে বিনা এ ত্রিভুবনে ॥

আহা আনাহারে' যদি যাই মরে'

ভিক্ষা করে কে বাঁচাবে ।

পাইয়া যজ্ঞা' করিয়া গঙ্গনা'

আর বাষুড়ার কবে ॥

ও মা শুভকরি' হে হরসুন্দরি'

শীঘ্র শুভ কর দান ।

ভাকি মা কাতরে' রক্ষা কর মোরে'

বিপদে কর মা ত্রাণ ॥

কোথা গেল স্বামী, কি করিব আমি,
কি হবে উপায় মোর ।

হে মা সুবচনি, রক্ষ গো জননী,
বিপদ হয়েছে ঘোর ॥

ত্রিপদী

হে দুর্গে দুর্গতি হরা, দুঃখ হতে তার হরা,
সম্বাদ আনিয়া দেমা তার ।

পতি বিনা গতি নাই, গুন ওগো দয়ামই,
বিনা পতি সব নিরাকার ॥

পিতা মাতা আদি করে, যত আছে এ সংসারে,
কেহ নহে পতির সমান ।

পতি সহে পুত্র লয়, পুনঃ পুত্রবতী হয়,
পতি তুল্য না হয় সন্তান ॥

পিতা পুত্র বর্তমানে, যদি হয় পতিহীনে
বৈধব্য যন্ত্রণাকে ঘুচায় ।

একাদশী অনাহার' অর্দ্ধে অপনে 'আহার'
হাহাকার উদর জ্বালায় ॥

পতি করে পুণ্য কর্ম' রমণী অর্দ্ধেক ধর্ম'
ভাগী তার অনায়সে হয় ।

নারী যদি পাপী হয়' পাপার্দ্ধেক পতি লয়'
পতি পাপ তরণী তরায় ॥

এত বলি আঁতর গোলাপ আদি আনে ।
 নানা অলঙ্কার সহ উজ্জ্বল বসনে ॥
 খাণ্ড দ্রব্য নানা মত আনিয়া তথায় ।
 উঠ উঠ বলি তারে তুলিবারে যায় ॥
 দেখে রামা হতজ্ঞানা হয়ে ভাবে উমা ।
 ভগবতী এ দুর্গতি কিসে পাই সীমা ॥
 এখন পড়িয়া থাকা উচিত না হয় ।
 এবে দেখি পরকাল কিসে রক্ষা পায় ॥
 অন্তরের ভাব ধনী রাখিয়া অন্তরে ।
 কহিতে লাগিল অতি সুমধুর স্বরে ॥
 ভাগ্যেতে তোমরা ছিলে রক্ষা তাই এবে ।
 কি গতি হইবে পরে মরেছিনু ভেবে ॥
 ক্রমেক বিলম্ব কর শ্রান করে আসি ।
 একথা শুনিয়া সবে হইলেন খুসী ॥
 তবে জলাশয়ে রামা চলিল ছুরিতে ।
 মনোমধ্যে পতি রূপ ভাবিতে ভাবিতে ॥
 কিনারায় স্থিত বাপী নিকটে যাইয়া ।
 কাঁপ দিক্‌ভাবি মনে ভাবয়ে অভয়া ॥
 অকূলে কুলদা কালী কুলকুণ্ডলিনী ।
 অপমৃত্যু হরা তারা নৃমুণ্ড মালিনী ॥
 মরি মরি মহেশ্বরী তাহে নাই খেদ ।
 দেখ দাক্ষায়ণী পদে না হয় বিচ্ছেদ ॥

জীবনেতে প্রাণকান্ত যদি বেঁচে থাকে ।

রক্ত রক্ত রক্ত দারা দক্ষসুতা তাঁকে ॥

আহা দুঃখে পড়ি কত দিয়েছি গঞ্জনা ।

এবে মরি তার জন্ত সে ত জানিলনা ॥

এখন বারেক যদি তাঁর দেখা পাই ।

এ জন্মের মত সেই মুখ দেখে যাই ॥

— — —

অথ বিজয়পত্নীর মরণ উদ্যোগ এবং প্রতিবাসির

প্রমুখাৎ পতির সংবাদ প্রাপ্তি ।

একাবলী ।

পতির চরণ স্মরণ করে ।

মরিব বলিয়া প্রবেশে নীরে ॥

এমত কালে কোন প্রতিবাসী ।

কহিছে তাহাকে সাদরে আসি ॥

শীঘ্র স্নান করে ঘরেতে এস ।

উদ্দেশ করেছে তব প্রাণেশ ॥

অনেক সামগ্রী সহিত টাকা ।

পাঠায়েছে হবে নবাউলিকা ॥

শুনিয়া কহিছে দরিদ্র নারী ।

আর রক্ত ব্যঙ্গ সহিতে নারি ॥

জীবনেতে এসে তাজি জীবন ।

কেন আমাকে কর জ্বালাতন ॥

নব অটালিকা বাসনা নাই ।
 পতি ভেবে পরকাল এড়াই ॥
 স্বামীর স্মরণে যদিও মরি ।
 প্রাণান্তে পাইব অমর পুরী ॥
 শাস্ত্রে কহে সাধে যমে ডরায় ।
 পরপতি আশে নরকে যায় ॥
 সাধী সন্তী পতি মরে কোথায় ।
 বিচারিণী নারী বিধবা হয় ॥
 যে নারী না জানে ইহার অন্ত ।
 সেই আশা করে পরের কান্ত ॥
 একান্ত আঘারে নাহি সে ভ্রান্ত ।
 প্রাণান্ত হইব ভাবিয়া কান্ত ॥
 প্রতিবাসী তবে কহিছে গুনি ।
 সুখোদয় তব মরণে ধনী ॥
 ধনী কহে সুখ মুখেতে ছাই ।
 পতি ভেবে মরে জ্বালা জুড়াই ॥
 প্রতিবাসী কহে শপথ করে ।
 সত্য কহি এসে দেখহ ঘরে ॥
 কোন নৃপে দয়া করিলা তার ।
 সে না আসে ভূপ দূত পাঠায় ॥
 বিদ্যা শিক্ষা জন্ত পতি তোমার ।
 দিন কত তথা থাকিবে আর ॥

শুনি মনে কিছু বিশ্বাস করে ।
জলতাজি উঠি চলিল ঘরে ॥

— — —

অথ বিজ্ঞপত্নী সহিত রাজ প্রেরিতগণের
কথা ।
পয়ার ।

দরিদ্রা ব্রাহ্মণী দেখে ঘরেতে যাইয়া ।
কতিপয় লোক আছে প্রাক্ষণে বসিয়া ॥
পূর্বের তাহার নয় নিশ্চয় দেখিল ।
অভয়ার কৃপা মনে ভাবিতে লাগিল ॥
তন্ত্র মায়া তোমা ভিন্ন তন্ত্র কেবা জানে ।
মন্ত্রের চৈতন্য দাত্রী তুমিগো নিদানে ॥
তব ভাবে ভবের ভাবের পরাভব ।
কে বুঝিতে পারে গো ভবানি ভাব তব ॥
কারে কোন্ রূপে কবে করিবে নিস্তার ।
মহামায়া তব মায়া বুঝে সাধ্য কার ॥
এইরূপ দণ্ড হতে দেবগণে তার ।
এরূপে রাবণ হতে রামের রক্ষা কর ॥
বিষপানে কাতর যখন বিশ্বস্তর ।
এইরূপে বিশ্বেশ্বরী তাঁরে রক্ষা কর ॥

পরে দ্বিজ দারা কয় সজ্জল নয়নে ।
 কে তোমরা আসিয়াছ আমার ভবনে ॥
 তোমরা কি জ্ঞান ময় পতি সমাচার ।
 সত্য কহ কোথায় আছেন কি প্রকার ॥
 শুনি রাজ দূতগণ লাগিল কহিতে ।
 তব পতি রহিয়াছে ভূপতি কাছেতে ॥
 তৈলঙ্গের মহীপতি দয়ার নিধান ।
 তাঁর কাছে তব পতি ভিক্ষা আসে যান ॥
 এসেছিল বড় এক পণ্ডিত প্রধান ।
 দেখিয়া তোমার পতি হইতে বিদ্বান ॥
 বিদ্যা ধন আশা করি রাজাকে জানায় ।
 রাজাজ্ঞায় এখন রহিল বিদ্যালয় ॥
 পণ্ডিত হইয়া তিনি কিছু দিন পরে ।
 ভেবনাকোঠাকুরাণি আসিবেন ঘরে ॥
 এখন স্বচ্ছন্দে থাক অন্য চিন্তা ত্যজে ।
 বহু ধন পাঠাইয়া দিল মহারাজে ॥
 সুরম্য ভবন রচি থাক তুমি সুখে ।
 তব শঙ্কু নাহি আর কদাপিও দুখে ॥
 তোমার রক্ষার্থে মোরা সকলে থাকিব ।
 দ্বিজবর বাসে এলে আমরা যাইব ।
 শুনিয়া সন্তোষ অতি দ্বিজের রমণী ।
 মনোহর অটালিকা হইল তখনি ॥

ছুঃখের ব্যাপার যত সব ভুলে গেল ।
 পতি অদর্শন ছুঃখ কিবল রহিল ॥
 ক্রমেতে ফাণ্ডুন মাস হইল প্রকাশ ।
 বিরহিনীগণ যাহে গণয়ে ছতাশ ॥

— — —

অথ বসন্ত বর্ণন ।

ত্রিপদী ।

চাহিয়া দেখ নয়ন, বসন্ত ঋতু এমন,
 অবতীর্ণ অবনী মণ্ডলে ।
 একালের প্রাদুর্ভাবে, হেরি অপক্লপ ভাবে,
 মুঞ্জরিছে শুষ্ক তরুকূলে ॥
 পাইল নীরস রস, অবশে করিল বশ,
 ভাবত প্রকৃতি হৈল শান্ত ।
 রাগোন্মত্ত যোদ্ধা যারা, স্বাধীনতা প্রেম ভরা,
 সমর উদ্যমে এবে ক্ষান্ত ॥
 ভীষণ সমর অস্ত্রে, ভয়ঙ্কর রণ শস্ত্রে,
 আর শ্যক হেহের অভাব ।
 রসে মগ্ন অনুক্ষণ, নাচিয়ে উঠিছে মন,
 আর কোথা রবে বীর ভাব ॥
 সমস্ত মানব গণ, পুলকে পূরিত হন,
 ভাসে মন আনন্দ প্রবাহে ।

তান নান দৃষ্টি করি, সর্বত্র উঠে শিহরি,
সুখীনেত্র যেই দিকে চাহে ॥

অনুপ বসন্ত গুণে, কিবা দেখি ছনয়নে,
 বরু ভূমি হৈল ফলবতী ।

কুৎসিত কণ্টক তরু, প্রকাশিছে পুষ্প চারু,
রসে শুষ্ক ভূমি রসবতী ॥

এ দিকে ফুটিছে ফুল, ছুটিছে ভ্রমর বুল,
গুঞ্জরিছে ভাঙ্গিতে ভাঙার।

মন্দ মন্দ গন্ধ বহে, আনন্দিত হয়ে বহে,
চুম্বে পুষ্প গন্ধ অনিবার ॥

জবা জাতি কৃষকেলী, সেউতি পিউলি বেলি,
বাজ্জনীয়া মালতী ধুতুরা।

অতশি অপসাজিতা, সূর্যামুখী সুশোভিতা,
পূর্ণভাবে নধুতার ভরা ॥

সুচারু শশির শোভা, মনোহর মনোভোভা,
সুধাতুল্য শিশির বর্ষণ।

বৃক্ষ পত্র হতে গলে, টোসে পড়ে ভূমিতলে,
হয় যেন সুখা বিতরণ ॥

পিক কুল কুহু করে, কপোত বকম্ব স্বরে,
করিতেছে আনন্দ প্রকাশ।

পশু পক্ষী জন্মারে, " অবিচ্ছে আনন্দ ভরে,
চারিদিকে আনন্দ বিকাশ ॥

পৃথিবী আনন্দ ময়ী, শূন্যপথ সুখা জয়ী,
কানন কন্দরে সুশোভিত ।

হেন সুখময় কালে, আনন্দে ভাসে সকলে,
ব্রাহ্মণীর তাহে বিপরীত ॥

নাহিক সন্তোষ মুখ, সতত ভুঞ্জিয়া দুখ,
জর জর হলো কলেবর ।

অগাড় হইল অঙ্গ, কম্পে যখন অনঙ্গ,
প্রহারয়ে খরসান শর ॥

না আহার দিবাভাগে, নিদ্রা নাহি রাত্রিযোগে,
বোধ হয় নয় পায় প্রাণ ।

কিবা ভূমি কিবা জল, কিবা শযা মহীতল,
তার পক্ষে সকলি সমান ॥

ক্ষণে উঠে ক্ষণে বসে, ক্ষণে চক্ষু না'রে নাগে,
ক্ষণে ক্ষণে দেখিছে প্রলাপ ।*

ক্ষণে চক্রে বলে ডাকি, ক্ষণে মূচ্ছাগতা থাকি,
ক্ষণে ক্ষণে করিয়া বিলাপ ॥

ক্ষণে পড়িয়া ধরায়, ক্ষণে শয়ন শযাদে,
শুয়ে বসে সুখ নাহি আর ।

কেন এত নিদারুণ, কেন এত খল মনঃ,
খল মন হেঁচাঁদ তোমার ।

নিজ্জর্ন বিরহ বনে, ফিরিহে তাপিত মনে,
আমি একাকিনী বিরহিণী ।

নিভান্ত মনের দুখে, মারি করাঘাত বুকে,
 হাহাকার দিবস রজনী ॥
 পতি ছিল অনুগত, সর্বদা পতি সহিত,
 থাকিতাম আহার নিদ্রায় ।
 বটে জনম দুঃখিনী, কিন্তু কখন জানিনি,
 বিরহ যে এত বড় দায় ॥

— — —

অথ বিরহ বর্ণন ।

পয়ার ।

যে সময় সুদক্ষিণা বহে নিরন্তর ।
 জুলিয়া বিরহানল দহে কলেবর ॥
 যখন সুসহচরী বসন্ত কামিনী ।
 স্বভাবেরে সাজাইতে আসেন আপনি ॥
 মলিন বসন তার ছাড়ায়ে লইয়া ।
 সবুজ বসনে তারে দিল সাজাইয়া ॥
 শীতকালে তরু সব হইয়া মলিন ।
 যে কালে শ্যামপল্লবে হইল নবীন ॥
 যখন কন্দর্প দর্প হয় অনিবার ।
 উন্মাদ করিয়া মনে ভাঙ্গে জ্ঞানদ্বার ।
 যখন ভ্রমর সব মত্ত মধুপানে ।
 গুণ গুণ করে মত্ত ঝরু গুণ গানে ॥

এমন সময়ে হলো মন উচ্চাটন ।
 পতি বিরহিণী আমি কিকরি এখন ।
 একে এ যৌবন তাহে মন বিরহির ।
 উখলিল মনে মোর প্রেম সিন্ধুনীর ।
 তাহে বসন্তের পূর্ণ প্রাচুর্ভাব আর ।
 তাহে মদনের বাণ দাক্ষ প্রহার ।
 হৃদয়ে অনল জ্বলে প্রচণ্ড তপন ।
 চক্ষে নীর বারে যেন প্রাণিট বর্ষণ ।
 তবু তাহে সে অনল না হয় নির্বাণ ।
 সুস্থির হইতে তাই প্রবেশি কানন ॥
 দেখিলাম কি অদ্ভুত যাই বলি হারি ।
 প্রেমাক্ষ বারিড চক্ষে কানন নেহারি ॥
 ভাবিলাম স্থির হব একে হলো আর ।
 মনু তাণ্ডে বিষ ছিল এবে বাঁচা তার ॥
 অহা মরি সে কানন অতি মনোহর ।
 দেখিলে দেপিতে ইচ্ছা হয় নিরন্তর ।
 কিন্তু তাহা বিরহিব নাশের কারণ ।
 না ধরিয়া তবু মরি হয়ে উচ্চাটন ॥
 সূপবনে তব দল দলিত তরঙ্গে ।
 সুশোভিত তাহে পুনঃ বিনোদ বিহঙ্গে ॥
 নানা রাগে গান করে বিহঙ্গম চয় ।
 অনুক্ষণ হেরি চারিদিক গুপ্তময় ।

ফুটিয়াছে পুষ্পদল যেন হাসিতেছে ।
 *মোহিত পবন তার সুগন্ধ বহিছে ॥
 ভ্রমর ভ্রমিছে ধরি রসিকের বেশ ।
 লুটে পুটে মধু খায় চৌঘাবৃত্তি শেষ ॥
 হায় হায় বসন্তে বিরহ একি দায় ।
 সুখ হতে তুংখে যোর ছিল সুখোদয় ॥
 মদন সহায় ছিল পতি অনুগ্রহে ।
 এখন যাতনা দেয় প্রাণে নাহি সচে ॥
 বিশেষে বিপক্ষ কাম অত্যন্ত দুজ্জয় ।
 যার কাছে পরাজয় হন মৃত্যুঞ্জয় ॥
 পতি নিনা এরে কিসে করি পরাজয় ।
 কিসে পতি আসে বাসে কিকরি উপায় ।
 এইরূপ সাত পাঁচ ভাবে মনে মনে ।
 ইতিমধ্যে পতি তাব আইল ভবনে ॥
 পরমপণ্ডিত হয়ে মহা ধন লগে ।
 মজা মজোৎসবে তবে আইল আলয়ে ॥
 পতি পেয়ে সতী সুবচনী পূজা দেয় ।
 ধর্ম যেরা রাখে ধর্মের রক্ষা করে তায় ।

অথ ধর্ম মাহাত্ম্য।

ত্রিপদী।

সুরত্বের অগ্রগণ্য; ধর্মই ধরনী ধন্য,

শঙ্কটেতে তরিবার মূল।

প্রাণপনে যেই জন, রাখে এ অমূল্য ধন,

কুল পায় সে হলে অকুল ॥

এই যে ধর্ম নিধিরে, হারালে না পায় ফিরে,

ক্ষণ স্থায়ী জলবিশ্বু প্রায়।

রাখিতে পারয়ে যেই, পুরুষ প্রধান সেই,

নিষ্কলঙ্কে মুক্ত হয়ে যায় ॥

যত কর পুণ্য কর্ম, বুদ্ধি হয় তত ধর্ম,

কুকর্ম করিলে ক্ষয় পায়।

তথাপি অজ্ঞান প্রায়, ধর্ম পথে নাহি চায়,

মুঢ় লোক কি কহিব হায় ॥

অক্ষয় এনিত্য ধনে, যেই জন প্রাণপনে,

উপার্জন করে অনিবার।

ঘোর ভব পারাবার, ধর্ম বলে হয় পার,

কোন ক্লেশ না থাকে তাহার ॥

করাল কৃতান্ত এসে, যে সময় ধরে কেশে,

ধর্ম যদি থাকে সে সময়ে।

সেই বলে সে সঙ্করে, নিজ কেশ মুক্ত করে,

ভয়ান্ত না হয় তার ভয়ে ॥

পুরাণে প্রবীণ জ্ঞানে, লিখেছেন সযতনে,
যথা ধর্ম তথা জয় হয় ।

এ বাক্য যথার্থ বটে, পূর্বাপর এই ঘটে,
সর্ব স্থানে সর্ব লোকে কয় ॥

হইয়াও মহাবীর, দেখ রাজা যুধিষ্ঠির,
ভাতৃ সহ ভ্রমিয়া কাননে ।

চতুর্দশ বর্ষান্তরে, অজ্ঞাত বৎসর পরে,
রহিলেন বিরাট ভবনে ॥

এপ্রকারে মহা ক্লেশে, দীন হীন ক্ষীণ বেশে,
কতমতে ধর্মের নন্দন ।

লোভ ক্ষোভ পরি হরি, নানা ক্লেশ সহ করি,
ত্যাগ না করিলা ধর্ম ধন ।

তাই যত কুরু দল, তীক্ষ্ণ আদি মহাবল,
রণস্থলে হয়ে সবে ক্ষীণ ।

অজ্ঞানের শরজালে, পড়িলেন এক কালে,
জালেতে জড়ায়ে যেন মীন ॥

দুষ্টমতি কুরু বীর, ঋতুমতী দ্রৌপদীর,
কেশে ধরি সভার ভিতরে ।

আনায়ে উলঙ্গ করি, বসাইতে উরুপরি,
ভ্রাতা দুঃশাসনে আচ্ছা করে ॥

সেই মহা পাপ হেতু, ভাঙ্গিয়া ধর্মের সেতু,
সবংশে মরিল দুর্ঘোষন ।

কোথায় রহিল তার, প্রাণ সম পরিবার,
কোথা কর্ণ আদি মদ্রিগণ ॥

উত্তম নাবিক হলে, গভীর সমুদ্র জলে,
যেন্ন তরণী সুখে চলে ।

এই ভব সিন্ধুপরি, স্বচ্ছন্দে তরুর তরি,
নির্ভয়েতে চলে ধর্ম বলে ॥

হেন উপকারী ধর্ম, না বুঝিয়া তার মর্ম,
দুরাশয় মানব সকল ।

অবিরত দিন দিন, হইতেছে ধর্ম হীন,
না ভাবিলে কর্ম ফলাফল ॥

অতএব ধর্ম ধরি, চিন্তে বিবেচনা করি,
মনে বুঝে দেখ সর্ব জন ।

তল্লভ মনুষ্য হয়ে, শিরে বিষ্ঠা ভার লয়ে,
পথে পথে ভ্রমে কি কারণ ॥

বলই বা কেন মুচি, অল্পাশ্য বিষয়া শুচি,
হইয়াছে পৃথিবী ভিতরে ।

দেখ এ দরিদ্রগণ, দ্বারে দ্বারে পর্য্যটন,
করে কেন মুষ্টি ভিক্ষা তরে ॥

এইরূপ কত নর, আসে যায় নিরন্তর,
বার বার জন্মিয়া ধরায় ।

নাহি মাত্র সুখ লেশ, ভুঞ্জে নানা মত ক্লেশ,
বন্ধে ভাসে নয়ন ধারায় ॥

কিন্তু দেখ কতজন, পাইতেছে নানা ধন,
জনমইয়া ভ্রমগুনে ।

পাইতেছে বহু সুখ, কিছুমাত্র নাহি দুখ,
শুদ্ধ মাত্র ধর্ম কর্ম কুনে ।

সংসারঃ ।
